ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 April, 2024 ■ আগরতলা ৪ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ২১ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শান্তিপূর্ণ ও প্রলোভনমুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করতে

মুখ্যসচিব, ডিজিপি ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রধানদের নির্দেশ দিলেন কমিশন

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল।। ভারতের নির্বাচন কমিশন আজ অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ এবং প্রলোভনমুক্ত নির্বাচনের জন্য ২০২৪ সালের লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার চলমান সাধারণ নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধ, আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক সীমান্তে কঠোর নজরদারি নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সাথে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করে। এই যৌথ পর্যালোচনা বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিবেশী রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির আধিকারিকদের পাশাপাশি সীমান্তের নিরাপত্তায় নিয়োজিত কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির মধ্যে ক্রমাগত সমন্বয় ও সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সমস্ত অংশীদারদের একটি একক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা। কমিশন এই বৈঠকে প্রতিটি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেছে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের সভাপতিত্বে নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং সুখবীর সিং সান্ধুর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং সীমান্ত বাহিনী সহ কেন্দ্রীয় বিভিন্ন এজেন্সির শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার তার উদ্বোধনী বক্তব্যে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ এবং প্রলোভনমুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য কমিশনের অঙ্গীকার ও এর রূপরেখা তুলে ধরেন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অখণ্ডতা বজায় রাখতে এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে সকল অংশীদারদের একযোগে কাজ করার আহ্বান রাখেন। প্রত্যেক ভোটার যাতে নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং এজেন্সিগুলিকে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ এবং ভয়মুক্ত নির্বাচনের জন্য তাদের "সংকল্প"কে দৃঢ় "পদক্ষেপে" রূপান্তরিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বৈঠকে আলোচিত মূল বিষয়গুলির মধ্যে ছিল প্রতিবেশী দেশ/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো, সমস্ত রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে প্রদেয় পর্যাপ্ত পরিমাণে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী (সিএপিএফ) ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। সীমান্ত নির্বাচনের জন্য যাওয়া রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে সিএপিএফ কর্মীদের যাতায়াত ও পরিবহনের জন্য উপকরণ সহায়তা; নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে পারে এমন সীমান্ত এলাকায় ফ্ল্যাশপয়েন্ট চিহ্নিতকরণ এবং পর্যবেক্ষণ; অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দূরীকরণে আগাম পদক্ষেপ নেয়া এবং অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অরক্ষিত সীমান্ত সুরক্ষিত করার অনিবার্যতা সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সীমান্তে মাদক, মদ, অস্ত্র ও বিস্ফোরকসহ নিষিদ্ধ পণ্যের চলাচল নিয়ন্ত্রণে কঠোর নজরদারির ওপর জোর দিয়েছে কমিশন। বিভিন্ন রাজ্যে অবৈধ গাঁজা চাষ বন্ধ করার ও সীমান্তের ওপারে মদ এবং নগদ অর্থ বহনের যাতায়াতের পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করে যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অরুণাচল প্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্রের মতো ১১টি রাজ্যের চ্যালেঞ্জিং এলাকায় ভোটগ্রহণকারী দল নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতীয় বায়ুসেনা এবং অসামরিক বিমান পরিবহণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনোনয়ন জমা দিয়ে রাহুল

এবারের নির্বাচন গণতন্ত্র ও সংবিধানকে বাঁচানোর লড়াই

ওয়ানাড, ৩ এপ্রিল (হি.স.) ।। এবারের লোকসভা নির্বাচন গণতন্ত্র ও দেশের সংবিধানকে বাঁচানোর লড়াই। জোর দিয়ে বললেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। বুধবার কেরলের ওয়ানাড লোকসভা আসন থেকে মনোনয়ন পত্র পেশ করেছেন রাহুল গান্ধী।

মনোনয়ন পত্র পেশ করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল বলেছেন, 'একদিকে সেই সমস্ত শক্তি যারা দেশের গণতন্ত্র ও সংবিধানকে ধ্বংস করতে চায়। অন্যদিকে, একটি শক্তি রয়েছে যারা সংবিধানকে রক্ষা করছে এবং আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক প্রকৃতিকে রক্ষা করছে। কে কোন দিকে তা আপনাদের সবার কাছে খুবই পরিষ্কার। এটা খুবই পরিষ্কার যে কারা সংবিধানকে আক্রমণ করছে, কারা এই দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আক্রমণ করছে।'

এদিন মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার প্রাক্কালে ওয়ানাডে রোড-শো করেছেন রাহুল গান্ধী। রোড-শো থেকে মনোনয়ন জমা, সর্বত্র রাহুলের সঙ্গে ছিলেন তাঁর বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ও কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল। এদিন রোড-শো থেকে তিনি বলেছেন, 'ওয়ানাডের প্রতিটি মানুষ আমাকে ভালবাসা, স্নেহ, সম্মান দিয়েছেন এবং আপনাদের সাংসদ হওয়া আমার জন্য গর্বের বিষয়। আমি আমার ছোট বোন প্রিয়াঙ্কাকে যেভাবে ভাবি সেভাবে আমি আপনাদেরও ভাবি। ওয়ানাডের প্রতিটি বাড়িতে আমার বোন, মা, বাবা এবং ভাই আছে। এ জন্য আমি আপনাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই।'প্রসঙ্গত, ওয়ানাড সংসদীয় আসনে এবার রাহুলের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন সিপিআই-এর অ্যানি রাজা এবং বিজেপি এই আসনে প্রার্থী করেছে কে সুরেন্দ্রনকে। রাহুল এই আসনের বর্তমান সাংসদ, তবে এবার এই আসনে জোরদার লড়াই হতে চলেছে, তা বলাইবাহুল্য।

সাংবাদিক কনাদ মোদকের প্রয়ানে শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। দীর্ঘ রোগভোগের পর আজ সকালে প্রয়াত হয়েছেন তরুণ সাংবাদিক কনাদ মোদক। তিনি দীর্ঘদিন ধরে লিভার জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। কর্মজীবনে তিনি টিভির পর্দায় এবং পর্দার পেছনে সংবাদিকতায় ছাপ রেখে গেছেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে ত্রিপুরার সংবাদ জগতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, ও ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন সাংবাদিক কনাদ মোদকের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন। শোক প্রকাশ করেছে আগরতলা প্রেস ক্লাব এবং ইলেকট্রিক মিডিয়া সোসাইটি। প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকের মৃতদেহ নিয়ে আসার পর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের ডাইরেক্টর বিম্বিসার ভট্টাচার্য, শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অন্যান্য সাংবাদিকরা।

আজ নিজ সামাজিক মাধ্যমে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, প্রতিভাবান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বালুরঘাট বিজেপি প্রার্থী সুকান্তের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক

বুধবার ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদারের মনোনয়ন দাখিলে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল ।। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা আজ পশ্চিমবঙ্গের বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী . সুকান্ত মজুমদারের মনোনয়ন দাখিল র‍্যালীতে অংশ নেন। মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি দলের একজন তারকা প্রচারকও।

মোদিজীর প্রতি বালুরঘাটবাসীর ভালোবাসা এবং এই স্বতঃফূর্ত সাড়াই স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে 'এইবার ৪শ পার'। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রকৃত সুবিচার দিতে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থীদের জয়যুক্ত করতে প্রস্তুত বাংলার আপামর জনগন।

বালুরঘাটে মনোনয়নপত্র দাখিলে জনগনের এই স্বতঃস্ফূর্ততা জয়ের আগাম বার্তা দিচ্ছে।

তৃনমূলের লাগামহীন দুর্নীতি এবং অপশাসনকে বিদায় জানিয়ে এবার মোদী জীর গ্যারান্টিতেই ভরসা রেখে এগিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ বাংলার জনগণ।

আজ ভারতীয় জনতা পার্টির বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার মহোদয়ের মনোনয়ন দাখিল রেলিতে জনসাধারণের মধ্যে মোদী জীর প্রতি সমর্থন এরই একটি প্রতিফলন।

উনকোটি জেলায় বিজেপি প্রার্থী কৃতির প্রচার তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩ এপ্রিল ।। বুধবার পূর্ব ত্রিপুরা আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মা উনকোটি জেলায় নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেছেন। এদিন প্রথমে উনকোটি জেলার কৈলাসহর মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত উনকোটি কলাক্ষেত্রে পৃষ্ঠাপ্রমুখ সম্মেলন ও নির্বাচনী সাংগঠনিক বৈঠকে অংশ গ্রহন করেছেন। তারপর চন্ডীপুর বিধানসভার অন্তর্গত ডলুগাঁও স্কুল মাঠে নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করেছেন।

এদিনের এই সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্য সরকারের মাননীয় মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, রাজ্য সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। এক বাড়ি থেকে পচাগলা মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় রাজধানী শহর সংলগ্ন পঞ্চমুখ এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে ফরেন্সিক টিম ও ড্রগ স্কোয়াড। প্রতিবেশীদের প্রাথমিক ধারণা, ওই মহিলাকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। কারণ, ঘর থেকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

আমতলী থানার এসআই হিরেন্দ্র দেববর্মা জানিয়েছেন, আজ সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ থানায় খবর আসে গত ১২ দিন যাবৎ পঞ্চমুখ এলাকার বাসিন্দা মীরা দেব (৫৩)-এর ঘর থেকে কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি ওই বাড়িতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাম-কংগ্রেস জামানায় খুন হলেও বিজেপি গণতন্ত্রের খুন করেছে ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। বাম ও কংগ্রেসের আমলে খুন হয়েছে ঠিকই। কিন্তু বিজেপি সরকার গণতন্ত্রের খুন করছে। গণতন্ত্রের খুন হলে শুধু ব্যক্তি খুন হবে না প্রজন্ম খুন হবে। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে বাম ও কংগ্রেসের জমানায় কর্মীদের খুনের ঘটনা স্বীকার করে বিজেপিকে বিঁধলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। এদিন তিনি বলেন, শাসক দল বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভায় এবারে সিপিএমের জমানা জব্দ হবে বলে বেড়াচ্ছে। আসলে শাসক দল কর্মীদের মনোবল বাড়াতে এই উক্তি করছে। তাঁর কথায়, সিপিএমের সাথে কংগ্রেসের কর্মসূচিগত ফারাক ছিল, আছে এবং আগামীতে থাকবে। কিন্তু বিজেপি সরকারের হাত থেকে দেশের সংবিধানকে রক্ষা করতে বাম ও কংগ্রেস একজোট হয়েছে। বিজেপি ইতিহাসকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। এদিন তিনি বলেন, বাম ও কংগ্রেসের আমলে কর্মীদের খুনের ঘটনা কেউই সমর্থন করছে না। বাম ও কংগ্রেসের আমলে খুন হয়েছে ঠিকই। কিন্তু বিজেপি সরকার গণতন্ত্রের খুন করছে। গণতন্ত্রের খুন হলে শুধু ব্যক্তি খুন হবে না প্রজন্ম খুন হবে। এদিনের সম্মেলনে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের অভিযোগ, শাসক দল ইন্ডি জোটের প্রচারসজ্জা পুড়িয়ে ফেলেছে। এই বিষয় নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করা হয়েছে। জনগণ যেন উৎসবের মেজাজে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদনও জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

ইন্দো-বাংলা সীমান্তে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩ এপ্রিল।। চিনি স্থান দখল নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাঁধে। ঘটনাটি ঘটে বক্সনগর সীমান্তবর্তী গ্রাম নগর তারকাটা বেড়া সংলগ্ন বাংলাদেশের বুড়িচং সীমান্তে।

মঙ্গলবার সকাল ছয়টা নাগাদ বাংলাদেশের সংকোচাইলের চিনি চোরাই চালান কারি তুহিন বনাম রিমন গোষ্ঠীর সংঘর্ষ হয়। ভারত বাংলা সীমান্তে পিলার নাম্বার ২০৬৩/৮ যা হায়দ্রাবাদ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত আর ভারতের নগর। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের জেরে সীমান্তবর্তী এলাকা নগর সংকোচাইল হায়দ্রাবাদ এলাকায় ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

সীমান্তের গোপন সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে,সংঘর্ষের জেরে তিনজন আহত হয়েছেন। এতে বাংলাদেশ পাচড়ার নোয়ব মিয়ার ছেলে কবিরের আহত হয়েছে। আরো অন্য দুজন প্রাথমিক চিকিৎসারত। ভারতীয় নগর সীমান্তে চিনি পাচারকারী রিমন সুলতান মিয়ার ছেলে। তুহিন সঙ্কোচাল এলাকার ছেলে। ঘটনা চলাকালীন দুই দেশের সীমান্তের চোরাচালানকারীদের হাতে লাঠি ছিল বলে সংবাদ সূত্রে জানা গেছে। গোটা বিষয়টি বাংলাদেশের বর্ডার গার্ড বাহিনী উচ্চ আধিকারিক এবং ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ আধিকারিকরা সঠিক ভূমিকা গ্রহণ না করে তাহলে যে কোন সময় সীমান্ত অঘটন ঘটে যেতে পারে। রাত যত গভীর হয় সীমান্ত এলাকায় পাচারকারীদের হাট বাজার বসে। অতিরিক্ত মুনাফা এবং পাচারকারীর ফলে দু'দেশের যুবকরা অধঃপতনের মূল কারণ।

তেজি হচ্ছে বিজেপির প্রচার

বাধারঘাটে বিপ্লব দেবের রোড শোতে জনঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আছে ততোই রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের প্রচার আরো তেজি করছে। শাসক দল বিজেপি প্রথম থেকেই এই নির্বাচনী প্রচারে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন। বুধবার পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভার অন্তর্গত গোলাঘাটি বিধানসভা এবং বাধারঘাট এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেছেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন প্রথমে গোলাঘাটি মণ্ডলের উদ্যোগে বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্রে সাংগঠনিক বৈঠকে অংশগ্রহন করেছেন বিপ্লব কুমার দেব। তারপর বিকেলে বাধারঘাট মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত হাপানিয়া থেকে বাঁধারঘাট চৌমুহনি পর্যন্ত রোড-শোতে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। এদিনের এই রোড শো- তে ব্যাপক কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

এদিনের এই রোডশো - তে প্রার্থী বিপ্লব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৭৫ ▫ ৪ এপ্রিল ২০২৪ ইং▫ ২১ চৈত্র ▫ বৃহস্পতিবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

বন্ডের দায় জনতার ঘাড়ে !

নির্বাচনী বন্ডের খেসারত দিতে হইতেছে সাধারণ মানুষজনকে। অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের দাম বাড়াইয়া রোগী ও তাহাদের পরিবারের উপর আর্থিক বোঝা চাঁপাইবার কৌশল নেওয়া হইয়াছে। ইহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহা লাঘব করিবার কোন পথ খোলা নাই। চলতি আর্থিক বছরেও বাড়িল অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দাম। কেন্দ্রীয় ফার্মাসিউটিক্যাল বিভাগের তরফে তালিকা প্রকাশ করিয়া জানানো হইয়াছে, ৯২৩টি সিডিউলড ওষুধের ফর্মুলার দামের পুনর্মূল্যায়ন করা হইয়াছে। একইসঙ্গে ৬৫টি ওষুধের খুচরো বাজারের দামও নতুন করিয়া নির্ধারণ করা
হইয়াছে। ১ এপ্রিল থেকে সেই তালিকা কার্যকর
হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে সাধারণ জ্বর, গায়ে ব্যাথার ওষুধ থেকে শুরু করিয়া ডায়াবেটিস এবং ব্লাড ক্যান্সার সহ সমস্ত স্তরের ওষুধের দাম বাড়িয়াছে। ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি বা এনপিপিএ'র তরফে ওষুধের দাম বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলাইয়া পাইকারি মূল্য সূচক বা ডব্লিউপিআই'র সঙ্গে সংযুক্ত ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেনশিয়্যাল ড্রাগস বা অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় থাকা ওষুধের দামও বাড়িবে। গত আর্থিক বছরের তুলনায় পাইকারি মূল্য সূচক বৃদ্ধি পাইবে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রকের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

ওষুধ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মহলের বক্তব্য, ডব্লিউপিআই'র সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে, পাইকারি মূল্য সূচকের পুনর্মূল্যায়ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবার ওষুধের এমআরপি বা সর্বোচ্চ খুচরো বাজারের দাম বাড়াতে থাকিবে। ওষুধের দাম বাড়ানোর জন্য আলাদা করিয়া সরকারি অনুমতি লাগিবে না।

সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে ডাইক্লোফেনাকের মত পেনকিলার, আইবুপ্রোফেন, অ্যাজিথ্রোমাইসিনের পাশাপাশি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ড্রাই সিরাপ, অ্যাসাইক্লোভির'র মত অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ওষুধ, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধী হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন সহ জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সমস্ত ওষুধের দাম বাড়িয়াছে ১ এপ্রিল থেকে। টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ওষুধের দাম যেমন বাড়িয়াছে, তেমনই ব্লাড ক্যান্সারের একটি ধরন ক্রনিক লিম্ফোসাইটিক লিউকোমিয়ার ওষুধ বেন্ডামুসটাইন হাইড্রোক্লোরাইডের একটি শিশির দাম বাড়িয়াছে।

২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষে ওষুধের দাম বাড়িয়াছিল ১০ শতাংশ, এবং ২০২৩-২৪ সালে ওষুধের দাম বৃদ্ধির হার ছিল ১২ শতাংশ। ওষুধ কোম্পানির থেকে নির্বাচনী বন্ডে কোটি কোটি টাকা তুলিয়াছে বিজেপি-তৃণমূলের মত দলগুলি। দাম বাড়াইয়া বোঝা চাপানো হইতেছে মানুষের ঘাড়ে। ওষুধ কোম্পানিগুলিকে দাম বাড়াইয়া বিপুল মুনাফা করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে বিজেপি। একইসঙ্গে ২০২৩ সালে ১০ শতাংশ দাম বাড়ানো ছাড়াও পাইকারি মূল্য সূচকের সঙ্গে ওষুধের দামকে ট্যাগ করিবার নির্দেশও দেয় কেন্দ্র। একইসঙ্গে ওষুধের উপর লাগু হয়েছে ১২ থেকে ১৮ শতাংশ জিএসটি।

সেই থেকে এক নাগাড়ে দাম বাড়ছে ওষুধের। পকেটে টান পড়ছে সাধারণ মানুষের।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৯ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যার কারণে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৮ ডলার ছাড়িয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড প্রায় ৮৯ ডলার এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত প্রায় ৮৬ ডলার ব্যারেল প্রতি। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি বুধবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৪.২১টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে উপলব্ধ।

আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের তৃতীয় দিনে প্রথম দিকে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.০৭ ডলার অর্থাৎ ০.০৮ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৮.৯৯ ডলারে প্রবণতা করছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.০২ডলার বা ০.০২ শতাংশ কমে ৮৫.১৩ ডলারে রয়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরের পর এটি অপরিশোধিত তেলের সর্বোচ্চ স্তর।

লাটাগুড়িতে হাতির দাঁত সহ ধৃত দুই পাচারকারী

লাটাগুড়ি, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : ৫ কেজি ওজনের দুটি হাতির দাঁত সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করলেন বন দফতরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা। বুধবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ লাটাগুড়ির রেঞ্জার সঞ্জয় দত্ত ক্রেতা সেজে ময়নাগুড়ি ব্লকের ঝাঁঝাঙ্গি এলাকা থেকে ভুটান ও বক্সার বাসিন্দা ২ পাচারকারীকে গ্রেফতার করেন।

জলপাইগুড়ির এডিএফও জয়ন্ত মণ্ডল জানান, বনকর্মীরা ক্রেতা সেজে ওই পাচারকারীদের সঙ্গে ৭ লক্ষ টাকায় ডিল ফাইনাল করেছিলেন। এরপর গতকাল সন্ধ্যায় ওই দুই পাচারকারী হাতির দাঁত দুটি বিক্রির উদ্দেশ্যে একটি স্কুটারে চেপে বক্সা থেকে রওনা দেয়। ঝাঁঝাঙ্গি থেকে হাতির দাঁত সমেত ওই দুজনকে গ্রেফতার করে বন দফতর। ধৃতদের বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

লখনউয়ে সারমেয় পুষতে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে নিতে হবে লাইসেন্স

লখনউ, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : এবার কুকুর পুষতে হলে নিতে হবে লাইসেন্স। এমনই নির্দেশিকা আনল লখনউ মিউনিসিপাল কর্পোরেশন। জানা যাচ্ছে, এই লাইসেন্স বানানোর সময়সীমা দেওয়া হয়েছে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে যদি লাইসেন্স না করা হয় তাহলে দিতে হবে জরিমানা।

এই মুহূর্তে লখনউ শহরে ৫ হাজার ৫০০ টি রেজিস্টার্ড ব্রিডের সারমেয় রয়েছে। যার মধ্যে ৪০০টি হিংস্র প্রজাতি রয়েছে। তার মধ্যে আবার ২৩টি ব্রিড নিষিদ্ধ। জানা গেছে, এই প্রজাতিগুলি শনাক্ত করতেই লাইসেন্স করতে বলেছে প্রশাসন। নতুন লাইসেন্স বানাতে খরচ পড়বে ১০০০ টাকা। তবে এপ্রিলের মধ্যে লাইসেন্স না করালে ১ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ফাইন দিতে হবে অতিরিক্ত ৫০০ টাকা।

হঠাৎ এত গরম কেন ?

আহমাদ মুদ্দাসসের

গরম বেশি পড়লে দেশের সবখানে গরম নিয়ে আলাপ শুরু হয়। যেমন এ বছর বৈশাখ আসতে না আসতেই শুরু হয়ে গেল 'হিট ওয়েভ'। মানে উত্তপ্ত আবহাওয়া সারা বাংলাদেশে বয়ে গেছে। ফ্যান ছাড়লে গরম বাতাস টের পাওয়া যায়। খুব গরম পড়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গরম নিয়ে শোরগোল শুরু হলো। একটা গ্রাফিক ছবি সবাই শেয়ার করল। যেখানে দেখা গেল, এক লোক বিছানায় শুয়ে আছে। গরমে উত্তপ্ত হয়ে টকটকে লাল হয়ে গেছে তার শরীর। সঙ্গে গলে গলে বিছানায় মিশে যাচ্ছে। গরমে সবার কেমন অবস্থা, এই মিম দিয়ে তা বোঝা যায়। এত গরম, যেন শরীর গলে যাবে!

এর মধ্যে পত্রিকায় খবর এল, গত ৫৮ বছরে এত গরম পড়েনি! এই তথ্য জানা গেল বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। তাঁরা বহু বছর ধরে পৃথিবীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করছেন। আবহাওয়াবিদেরা ২০০ বছর ধরে আবহাওয়ার রেকর্ড রাখছেন। এগুলো নিয়ে গবেষণা চলছে। ২০০ বছর ধরেই বিজ্ঞানীরা জানেন, আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য বর্তমান আবহাওয়ার রেকর্ড রাখতে হয়। ২০০ বছরের মধ্যে প্রথম ১০০ বছরে কোনো জায়গার স্থানীয় আবহাওয়া কয়েক ঘণ্টা বা এক দিন আগে বলে দিতে পারতেন তাঁরা। রোদ, বৃষ্টি, তাপমাত্রা, ঝড়ের পূর্বাভাস, বরফ কতটুকু পড়বে এসব। আর ১০০ বছর ধরে আবহাওয়া অনুমান মডেলগুলো এত উন্নত হয়েছে, কয়েক দিন আগেই সুনিশ্চিতভাবে যেকোনো জায়গার আবহাওয়া কেমন হবে বলে দেওয়া যায়। বলে দেওয়া হচ্ছে। একটু খুঁজলেই পাওয়া যাবে। সবখানেই আবহাওয়াকেন্দ্র আছে। কেন্দ্র থেকে তথ্য নিয়ে মডেলগুলো এই ভবিষ্যদ্বাণী করে। নাসা পৃথিবীর ভূমি, বায়ুমণ্ডল, মহাসাগর ও বরফ সম্পর্কে অনেক ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে স্যাটেলাইট এবং অন্যান্য যন্ত্র ব্যবহার করে। নাসার দেওয়া তথ্যমতে, পৃথিবীর জলবায়ু উষ্ণ হয়ে উঠছে। কখনো আবহাওয়া, কখনো জলবায়ু বললে গোলমাল লেগে যেতে পারে। সহজ করে বললে, ৩০ বা তার বেশি বছরের কোনো স্থানের গড় আবহাওয়া হলো জলবায়ু। আবহাওয়া বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়। কখনো খুব ঝড়, কখনো অতিবৃষ্টি, আবার অস্বাভাবিক গরমকে চরম আবহাওয়া বলা যেতে পারে। আর জলবায়ু চট করে বড় পরিবর্তন হয় না। আবহাওয়া হয়। দিনে গরম, রাতে ঠান্ডা। জলবায়ুর পরিবর্তন হয় ধীরে ধীরে। সাধারণত এক দিকে ঝুঁকতে থাকে। যেমন বর্তমানে পৃথিবীর জলবায়ু ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়ে উঠছে।

আমাদের বায়ুমণ্ডলে অতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাস পৃথিবীর জলবায়ুকে উষ্ণ করে তুলছে। গ্রিনহাউস গ্যাস, যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং মিথেন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সূর্যের তাপ আটকে রাখে। বায়ুমণ্ডলে কিছু গ্রিনহাউস গ্যাস থাকা স্বাভাবিক। পৃথিবীতে প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য উষ্ণতা প্রয়োজন আছে। কিন্তু অত্যধিক গ্রিনহাউস গ্যাস অতিরিক্ত উষ্ণতা সৃষ্টি করে। কয়লা ও তেলের মতো জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়। বেশ কয়েকটি মিশনে নাসার এমন যন্ত্র রয়েছে, যা বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড মাপে। এ ছাড়া পৃথিবীতে ২০০ বছরের আগে (কত আগে তুমি কল্পনা করতে পারো?) জলবায়ু কেমন ছিল, তা দীর্ঘকাল ধরে পরিবেশ-প্রকৃতিতে থাকা বস্তু থেকে জানা যায়। বিজ্ঞানীরা জীবিত বয়সী গাছগুলো নিয়ে গবেষণা করে শত শত বছর আগে পৃথিবীর জলবায়ু কেমন ছিল, তা বলতে পারেন। কয়েক হাজার থেকে মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীর জলবায়ু কেমন ছিল, জানতে বিজ্ঞানীরা পলি ও বরফের কোর বিশ্লেষণ করেন। পলি কোর হ্রদ বা সমুদ্রের তল থেকে আসে। অ্যান্টার্কটিকার মতো জায়গায় বরফের পৃষ্ঠের একদম নিচে কখনো কখনো মাইলখানেক গভীর থেকে বরফের কোর খুঁড়ে বের করা হয়। বরফের কোরে প্রতিবছর স্তরে স্তরে বাতাসের বুদ্বুদ আটকে থাকে। প্রতিটি স্তরের বুদ্বুদকে বিশ্লেষণ করে কার্বন ডাই—অক্সাইডের পরিমাণ দেখা হয়। যে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর জলবায়ু গবেষণার জন্য গাছ, বরফের কোর, হ্রদ এবং সমুদ্রের পলি ব্যবহার করেন তাদের প্যালিওক্লাইমেটোলজিস্ট বলা হয়। তাদের কাছে রেফারেন্স ভ্যালু থাকে। নিজেদের পরীক্ষায় পাওয়া ভ্যালুর সঙ্গে রেফারেন্স ভ্যালু মিলে গেলে গবেষণা সফল বলে ধরা হয়। আর যদি না মেলে, তখন আরও পরীক্ষা করা হয়। জলবায়ুতে অল্প পরিমাণ উষ্ণায়ন হলে প্রকৃতিতে মারাত্মক প্রভাব পড়ে। কারণ, পানি অনেক বেশি তাপ শোষণ করে। দেখা যায় পানি গরম করতে প্রচুর শক্তি খরচ করতে হয়। মহাসাগরগুলো তাপ শোষণ করে উষ্ণ হয়। এই উষ্ণতার কারণে আর্কটিকে সমুদ্রের বরফ গলে যায়। নাসার আর্থ স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া তথ্য থেকে দেখা যায়, প্রতি গ্রীষ্মে কিছু আর্কটিক এলাকার বরফ গলে এবং বরফের আকার ছোট হয়। সেপ্টেম্বর মাসে সবচেয়ে ছোট হয়ে যায়। এরপর যখন শীত আসে, বরফ আবার বাড়ে। কিন্তু ১৯৭৯ সাল থেকে সেপ্টেম্বরে বরফ ছোট থেকে ছোট এবং পাতলা থেকে পাতলা হচ্ছে। তাই অল্প পরিমাণ উষ্ণায়ন কয়েক বছর ধরে বিশাল প্রভাব ফেলতে পারে।

গরমে বিপর্যস্ত হয় জনজীবন—কোনো জায়গার তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস পার্থক্য হলে পুরো আবহাওয়া অনেকটা পরিবর্তিত হতে পারে। ঢাকায় বোঝা যায় না। ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসেও মানুষের গরম লাগে, ৩৮ ডিগ্রিতেও গরম লাগে। কিন্তু প্রতি ডিগ্রি তাপমাত্রার মধ্যে আছে বড় রকমের পার্থক্য। প্রতি ডিগ্রিতেই পার্থক্য বোঝার দৃশ্যমান উদাহরণ আছে। যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোতে কোনো এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে মাত্র ১ ডিগ্রি ফারেনহাইট বাড়লে সামান্য প্রভাব পড়ে। কিন্তু পুরো পৃথিবীতে ১ ডিগ্রি ফারেনহাইট বড় পার্থক্য তৈরি করতে পারে। মনে করা যাক, সাধারণত, ৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইটে পানি কঠিন বরফ। কিন্তু ৩৩ ডিগ্রিতে বরফ গলে তরল হবে। এর মানে কোনো বরফ ছিল না ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এলাকায়। ধরা যাক কলোরাডোতে। হুট করে জিরো ডিগ্রিতে বরফ পড়া শুরু করল। একটু নিচে নামলেই এলাকা বরফে ছেয়ে গেল। তো ঢাকার ৩২ থেকে ৩৮ ডিগ্রিতে তেমন পার্থক্য মনে না হলেও কলোরাডোতে এই পার্থক্য বোঝা সহজ। ঘটনা দুই জায়গার জন্য একই। ডিগ্রি সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট নিয়ে গোলমাল লেগে গেলে, অসুবিধা নেই। দুই স্কেলে পার্থক্য একই। জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস ৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইটের সমান। আর ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সমান ৩৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট। বরফ পড়ার উদাহরণ যুক্তরাষ্ট্রের। ওখানে ডিগ্রি সেলসিয়াসের পরিবর্তে ফারেনহাইট ব্যবহার হয়। তো এভাবে পৃথিবীর বৈশ্বিক তাপমাত্রায় সামান্য বৃদ্ধির মানে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে বরফ গলে যায়। যার ফলে বাড়ছে সামুদ্রিক এলাকা। কিছু জায়গায় বন্যা হচ্ছে, আবার কিছু জায়গায় খরা দেখা যাচ্ছে। ফলে কিছু গাছপালা এবং প্রাণী সুবিধা পাচ্ছে। একই সময় ভিন্ন জায়গায় অন্য প্রাণীরা খাদ্যের অভাবে ভুগছে। মানুষের জন্যও এই পরিবর্তন বড় প্রভাব বয়ে আনতে পারে।

আবহাওয়ার দিক দিয়ে ভাবলে গরমকালে কোনো কোনো শহর তাপ-দ্বীপের মতো হয়ে যেতে পারে। তাপ—দ্বীপ হলো এমন এক দ্বীপ, যেখানে তাপ আটকে আছে। এই দ্বীপের কাছাকাছি গ্রামীণ এলাকার তুলনায় এখানে অনেক বেশি উষ্ণতা অনুভব করতে হয়। শহর এবং স্বল্প উন্নত গ্রামীণ এলাকার মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য তৈরি হওয়ার কারণ, ভূপৃষ্ঠ কত ভালোভাবে তাপ শোষণ করে এবং ধরে রাখতে পারে, তার ওপর। শহরকে ঘিরে একটি বুদ্বুদের ছবি দিয়ে শহুরে তাপ—দ্বীপের অনুমান করা যায়। সূর্যের তাপ ও আলো একইভাবে শহরে ও গ্রামে পৌঁছায়। গ্রামে গেলে দেখা যায় বেশির ভাগ এলাকা গাছপালা দিয়ে ভরা। যত দূর চোখ যায় ঘাস, গাছ আর ফসলে ঢাকা কৃষিজমি। গাছপালা তাদের শিকড় দিয়ে মাটি থেকে পানি টানে। এরপর ডালপালা ও পাতায় পানি জমা করে। শেষে পাতার নিচের দিকে ছোট গর্তে পরিচালিত হয়। সেখানে তরল পানি জলীয় বাষ্পে পরিণত হয় এবং বাতাসে চলে যায়। এই প্রক্রিয়াকে ট্রান্সপিরেশন বলে। এটি প্রকৃতির এয়ার কন্ডিশনার হিসেবে কাজ করে। গাছপালা কেটে ফেলা একটি বড় সমস্যা। গাছ না থাকলে ছায়া এবং বাষ্পের পরিমাণ কমে উচ্চ তাপমাত্রা নিয়ে আসতে পারে। প্রত্যেক শহরেই এমন কিছু রাস্তা আছে। যে রাস্তার পাশে বা আইল্যান্ডে গাছ আছে আর যে রাস্তায় গাছ নেই, এমন রাস্তা দিয়ে একদিন হাঁটলে স্পষ্ট পার্থক্য বোঝা যাবে। স্কুলে গরমের ছুটি বলতে একটি বিষয় ছিল। যদি পাওয়া যায় তবে ছুটি শহরের বাইরে গাছপালাযুক্ত জায়গায় কাটানো যেতে পারে। কারণ, গরমে শহুরে ফুটপাতের তুলনায় একটি ঘাসভরা মেঠো পথে হাঁটা সহজ। শ্বাস নেওয়া স্বস্তির। মানুষ গরম অনুভব করে ত্বক দিয়ে। গাছপালা যুক্ত এলাকায় থাকলে ত্বকে শীতল বোধ হবে। আর শ্বাসপ্রশ্বাসও গরম অনুভবের কারণ! গরম বায়ুতে শ্বাস নিলে বোঝা যায়।

শহরে নিশ্চিতভাবেই অনেক গাছপালা দেখা যায় না। ফুটপাত, রাস্তা আর উঁচু ভবন শহরের স্বাভাবিক দৃশ্য। এগুলো ইট, সিমেন্ট, কাচ, ইস্পাতের মতো উপকরণ দিয়ে তৈরি। সাধারণত খুব গাঢ় রঙের হয়। কালো, বাদামি আর ধূসর রং দেখা যায়। কালো বস্তু আলোক শক্তির সব তরঙ্গদৈর্ঘ্য শোষণ করে তাপে রূপান্তরিত করে। বিপরীতে সাদা বস্তু আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রতিফলিত করে। আলো তাপে রূপান্তরিত হয় না এবং সাদা বস্তুর তাপমাত্রা তেমন বাড়ে না। শহরের রাস্তা কালো পিচের তৈরি। ছাদগুলো ধূসর আবরণ দেওয়া। উত্তাপের বড় অংশ আসে এসব স্থাপনা থেকে। বিল্ডিংয়ের উপকরণ শহর এলাকায় তাপ আটকানোর আরেকটি কারণ। অনেক আধুনিক বিল্ডিং উপকরণের কারণে পৃষ্ঠতল থেকে পানি ইট বা সিমেন্টের প্যাঁচে পড়ে ওপর থেকেই বাষ্প হয়ে যায়। ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে পারে না। গ্রামে উদ্ভিদের মাধ্যমে যেমন এলাকা ঠান্ডা হয়, শহরে বড় জলাধার তৈরি আর মাটি দিয়ে পানি প্রবাহিত হলে তাপমাত্রা কমতে পারে।

প্রচণ্ড গরমের ভুক্তভোগী শিশুরাও— এ বছর বৈশাখ আসার আগেই বাংলাদেশে গরম আবহাওয়া অনুভব করা গেছে। সপ্তাহ ধরে তপ্ত আবহাওয়া অনুভব করতে হয়েছে। এর পেছনে বিভিন্ন কারণকে দায়ী করা যেতে পারে। প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি আলাপ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন। সারা বিশ্বে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাপপ্রবাহ এবং খরা খুব সাধারণ হয়ে উঠেছে এ ছাড়া এমন প্রাকৃতিক কারণ রয়েছে, যা বাংলাদেশের গরম আবহাওয়ায় অবদান রাখছে। যেমন বায়ুর ধরনে ঋতুগত পরিবর্তন বা সমুদ্রের স্রোতের পরিবর্তন। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল মৌসুমি বায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই বায়ু ভারত মহাসাগর থেকে আর্দ ও উষ্ণ বায়ু বয়ে আনে। আর্দতা বাড়লে একই তাপমাত্রায় যে গরম লাগে তার তুলনায় বেশি গরম অনুভব হয়। মৌসুমি বায়ুর পাশাপাশি সাগরের স্রোতও এর জন্য দায়ী। গ্রীষ্মকালে বঙ্গোপসাগরে উষ্ণ পানির স্রোত উপকূলীয় অঞ্চলের তাপমাত্রা এবং আর্দতা বাড়িয়ে তোলে।

এবার কেন এত গরম পড়ল? প্রশ্ন করলে চিন্তা করেই উত্তর বের করা যায়। তবে সুনির্দিষ্ট তথ্য এবং বিশ্লেষণ ছাড়া ৫৮ বছর আগের উত্তপ্ত দিনে কী ঘটেছিল, তা বলা কঠিন। আবহাওয়া উত্তপ্ত হওয়ার যে কারণগুলো এখন বলা হচ্ছে, যেমন মৌসুমি বায়ু বা স্রোতের প্রভাব, এগুলো তখনো ছিল। অন্য কোনো ফ্যাক্টর যুক্ত হওয়ায় সেই সময় আবহাওয়া চরম অবস্থায় গিয়েছিল। ১৫ এপ্রিল ঢাকায় ৫৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছে। ৪০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শহরবাসীকে ভুগতে হয়েছে সেদিন। এখানে সাধারণত এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। কখনো ৩৭ থেকে ৩৮ ডিগ্রিতেও ওঠে। এর কারণ, জেট স্ট্রিম নামে বড় আকারের বায়ুমণ্ডলীয় তরঙ্গস্রোত ভারতীয় উপমহাদেশে বয়ে চলা। জেট স্ট্রিম বায়ুপ্রবাহের একটি সরু ব্যান্ড। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যায়। এই ব্যান্ডটি বাংলাদেশের ওপরে থাকায় এত গরম।

জেট স্ট্রিম কোন এলাকার ওপরে স্থির হয়ে গেলে ঠান্ডা এবং শুষ্ক বায়ু ওপর থেকে নিচে নামে। ঠিক একই সময়ে ভূপৃষ্ঠের কাছের বায়ু সংকোচন বলের কারণে উষ্ণ হয়ে ওঠে। ফলে নিচের বায়ু মেঘ তৈরি করতে বাধা পায়। তরঙ্গ সরে গেলে তাপমাত্রা কমে যায়। পাঠকের হাতে কিশোর আলো পৌঁছে যাওয়ার সময় তাপমাত্রা কমে গেছে। বৃষ্টি পড়ায় মানুষ স্বস্তি পেয়েছে। এটি বলা গেল, কারণ আবহাওয়াবিদেরা জানিয়েছেন, ২১ এপ্রিল থেকে গরম কমে আসবে। কিন্তু গ্রীষ্মকাল তো কেবল শুরু। পরে প্রতিবছরই গ্রীষ্মকাল আসবে। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সচেতনতা, জলাশয়, জলাভূমি, বনভূমির কাছাকাছি বাস করলে উত্তাপ থেকে বাঁচা যাবে। সম্ভব না হলে বেশি করে গাছ লাগানো, গাছ না কাটা আর জলাভূমি ভরাট না করাই তপ্ত পৃথিবীতে বাঁচার উপায় বলে বিবেচিত হবে।

দেশের যুবসমাজের প্রতি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর আহ্বান

ড. বিমল কুমার শীট

উনবিশংশ শতাব্দীর বাংলা ছিল রত্নগর্ভা। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সে সময় আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের সবার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। আরও একজন মানুষ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। বস্তত তার মতো বিজ্ঞানীরা ছিলেন জাতীয়তাবোধে উদ্দ্ধ এবং তারা এদেশে বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় রনোস বা পুনর্জাগরণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি জগদীশচন্দ্রেরত্ত আকর্ষণের উৎসও স্বদেশপ্রেম। তিনি ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী,যুক্তিবিদ এবং দেশপ্রেমিক মানুষ। দেশের যুবসমাজের প্রতি তার আহান ছিল দৃষটান্তস্বরূপ, যা আজও যুবসমাজকে আলোড়িত করবে। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিভার কথা বলতে গিয়ে ১৯০০ সালে স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিসে লিখেছিলেন, "আজ ২৩ অক্টোবর, কাল সন্ধ্যার সময় পারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ পারিস সভ্যজগতের এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগদেশ-সমাগত সঙ্গম। দেশ দেশান্তরের মনীষীগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ পারিসে। এ মহাকেন্দ্রে ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তার স্বদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরবাতি না! আর টি জন্মভূমি- এ জার্মান, ফরাসী, ইতালী বুধমণ্ডলীমণিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামগলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির, নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে সি বোস। একা যুবা তারকার রেলে পাচা নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ বকে সে বিদ্যুৎ সঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলেন। সমগ্র বিদ্যুত্মগলীর শীর্ষস্থানীয় পারি নাই, তাহার পথে পথিক হই নাই। কিন্তু তাহার কৃতিত্ব সকলকেই আসা ও বল দিতে পারে।" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও লেখেন, বাঙালি প্রতিভার ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে বসুর আবিষ্কার সমূহ বৈজ্ঞানিক জগতে সমাদর লাভ করিল। বাঙালি যুবকদের মনের উপর ইহার প্রভাব ধীরে ধীরে হইলেও নিশ্চিত রূপে রেখাপাত করিল।"

জগদীশচন্দ্রের প্রখর আত্মসম্মান বোধ ছিল। তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তখন তাকে গভর্নমেন্ট ইংরেজ অধ্যাপকদের চেয়ে কম বেতন দিতে চাইলে তিনি তা নিতে রাজি হননি। তিন বৎসর কোনও বেতন নেননি। শেষে তার আত্মসম্মান বোধের জয় হয়। জগদীশচন্দ্রের আকৃতিতে এমন একটা বস্তু ছিল, যা সকলকে আকর্ষণ করত। ধনীনির্ধন, উচ্চনীচ, সকল বিজ্ঞানের খাতিরেই বিজ্ঞান চর্চা করা উচিত, তারপর সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাকে ছেড়ে অবস্থার লোকের সঙ্গে তিনি সমানভাবে কোনওরূপ পুরস্কারের আশায় নয়, কোনও ভারতবর্ষের একাত্মকে ধারণা করতে শিক্ষা মিশতেন। সুখীগণের সুখে হেসে ও দুঃখীর দুঃখে অশ্রু ফেলে আপনার মহৎ হৃদয়ের পরিচয়ে সকলকে মোহিত করতেন। তিনি যখন কথা বলেন, তখন খুব ধীরভাবে বলেন। একটা বড় কাজ করে একথা ভাববেন না যে সমস্ত পৃথিবীর লোক অমনি একেবারে করা। ভারতের এক প্রদেশ আর এক প্রদেশ হতে শ্রেষ্ঠ, এক প্রদেশবাসী আর এক সেটাকে স্বীকার করে নিয়ে

আনন্দে মত্ত হয়ে উঠবে এবং চারদিকে তোমার জয়-জয়কার কথার জোর দেবার জন্য তিনি শুন্যে হাতও পড়ে যাবে। প্রদেশবাসী হতে বেশি বুদ্ধিমান এরূপ মত ধারণা পোষণ নিতান্ত নিরুদ্ধিতার পরিচায়ক। নবগঠিত ভারতে পাঞ্জাবি, মারাঠি, কিংবা ছোড়েন না বা টেবিলও চাপড়ান না। অথচ ছাত্রদের প্রতি উপদেশে দিতে গিয়ে বাঙালি থাকবে না, থাকবে কেবল যেন কি এক বিচিত্র উপায়ে তার আন্তরিকতা সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে ফুটে ওঠে। জগদীশচন্দ্র বলেন, দেশ আজ তাদেরকে ভারতবাসা। বেশি চাইছে। এই সময়ে জন্মগ্রহণ করে তারা একদা কোনও ধনী বিকানির এক পুত্র পরাধীন ভারতের যুবসমাজ ওনিবেশিক হয়েছে, তারা যে সভ্যতার অধিকারী তা আচার্য বসুর অটোগ্রাফ বা হাতের লেখার সরকারের শৌষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে যুগযুগান্ত ধরে বেঁচে আছে, অলস নিষরিয় জন্য তার হোটেলে দেখা করতে যান মুক্ত ছিলেন না। পরাধীনতার জ্বালা তীরা থেকে তারা যেন সভ্যতা নষ্ট না করে। মানব প্রতিনিয়ত সহ্য করছিলেন। এর হাত থেকে মুক্তির পথও খুঁজছিলেন। চোখের সামনে চাদির দুঃখ নিবারণের জন্য যুগযুগান্তর ধরে যে আহান ছাত্রদের নিকট এসেছে, তারা যেন বুভুক্ষু মানুষকে দেখেছিলেন। চাকরি না সে আহানে সাড়া দেয়। দুঃখ ও দুঃখের জগদীশচন্দ্র তাকে জানালেন যে, তিনি সচরাচর তার হাতের লেখা কাউকে দেন না এবং দিলেও তার মুল্য খুব বেশি নিয়ে থাকেন, একথা বলে তিনি বণিক পুত্রটিকে পেয়ে বেকারত্বের সমস্যায় ভূগছিলেন। এ কারণ নিবারণই ক্ষাত্রধর্ম। অতীত ভারতে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা তুমি আমাকে কত হেন ছাত্রদের সম্বোধন করে জগদীশচন্দ্র বসু কর্মকে শ্রীধান্য দেওয়া হয়েছে অবসাদকে বলেছিলেন, "স্বদেশের কোনও না কোনও নয়। দিবে? উত্তর এল আমি ভারতের সেবায় আমার জীবন দেব। যুবকের এই উত্তর শুনে একটা কাজে তোমরা নিজেদের জীবন পরাধীন ভারতের অখণ্ডতা ও সংহতি জগদীশচন্দ্র চোখ আন্দে উজ্জ্বল হয়ে উৎসর্গ করো, শুধু নিজে মানুষ হইয়াই তৃপ্ত জদগীশচন্দ্রের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সমস্ত হইও না, অপরকেও মানুষ হইয়া উঠিতে ভারতবাসীর এক মহাজাতিতে পরিণত হবার সাহায্য করো। জীবনটা নিতান্তই ছোঁট, কাজেই মাধুর্যে, আলোকে ও তায় এই জীবনকে পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তোলাই কথা বলার সময় তিনি তার সমস্ত শক্তির মণীষা ও প্রাণ তাতে ঢেলে দেন। এ সম্বন্ধে তার বক্তব্য এই যে, সর্বপ্রথমে তোমার তোমাদের আদর্শ হউক।, তিনি বলেন, সাধনার বস্তু হোক খাঁটি ভারত সন্তান হওয়া। উঠল এবং যুবকটিকে বললেন, এই নাও আমার হাতের লেখা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রদের এক সভায় জগদীশচন্দ্র বলেন, ''এখন আমাদের দেশে সচরাচর দুই শ্রেণির উপদেষ্টা দেখতে পাওয় যায়। কেহ কেহ আমাদের জাতীয় দুর্বলতার চিত্র অতি ভীষণরূপে চিত্রিত করেন। যে দেশে এরূপ জাতিভেদ ও দলাদলি, যে দেশ দাসত্বসুলভ বহু দোষে দোষী, যে দেশে পরস্পরে এত হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা দেখা যায়, সে দেশে কি কোনওদিন উন্নতি হইতে পারে? আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইরূপ ভয়ানক ভবিষ্যৎবাণীর পর তাদের নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত হয় না। যদি যথার্থই বুঝিয়া থাকো যে দেশে এরপ দুর্দিন আসিয়াছি, তবে করিতে চেষ্টা করো না। আমি দেখিতে পাই ছাত্রদের মধ্যে, আমাদের নেতারা কেন এ-কাজ করিলেন, কেন একাজ করিলেন না, এরূপ বচসা দ্বারাই সময় অতিবাহিত হয়। কে? আমি কি করিতে পারি ইহাই কেবল আমার ভাবিবার বিষয়।" আমাদের দেশের একদল লোক রয়েছে, যারা অতীতের কথা নিয়ে বর্তমানে ভূলে আছেন জগদীশচন্দ্র এর তীব্র বিরোধিতা করেন। পৃথিবীর স্থাবর নয়, ইহা যে চিরপরিবর্তনশীল একথা তাদের বোধগম্য হয় না। এইসব ধর্মাক্রান্তজাতির চিহ্ন পর্যন্ত পৃথিবী হতে মুছে যাচ্ছে। ইজিপ্ট, অসীরিয়া এবং ব্যাবিলন এদের গত স্মৃতি ছাড়া আর কী আছে? (সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সেবক-রংপো রেল প্রকল্পে টানেল নং. টি-০৭-এর সাফল্য অর্জন টানেলের ৯২ শতাংশেরও অধিক কাজ সম্পন্ন

মালিগাঁও, ০৩ এপ্রিল, ২০২৪: ৩০ মার্চ, ২০২৪ তারিখে এক বৃহৎ মাইলস্টোন হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং জেলায় অবস্থিত সেবক-রংপো রেল প্রোজেক্ট (এসআরআরপি)-এর টানেল নং. টি-৭ -এর এক সাফল্য অর্জন করা হয়েছে। এই টানেলের সাফল্যের ফলে এই প্রকল্পের ১০টি টানেল-এর খনন কার্য সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মধ্যে প্রথম আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে স্টেশন অর্থাৎ তিস্তা বাজার স্টেশন এই টানেলে রয়েছে, যা দেশের রেলওয়ে পরিকাঠামোর উন্নতির এক অগ্রণী পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

মূল টানেলটি ৩০৮২ মিটার প্রশস্ত, এর সাথে একটি প্রবেশযোগ্য টানেলও রয়েছে। ৬৫০ মিটার প্রশস্তের এই গুহাটির ডিজাইনের অংশ হিসেবে একটি সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্ম আছে। এই বিস্তৃত গুহাতে ছয়টি ক্রস প্যাসেজের নেটওয়ার্ক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মোট অ্যাডিট দৈর্ঘ ৮০০ মিটার, এটি প্রকল্পটির ব্যাপক পরিসরকেই প্রদর্শন করে। যাত্রীদের সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে এর বিন্যাসে নিখুঁত বায়ু চলাচল সংযুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে ভূগর্ভস্থ একটি স্থানের মধ্যে এক অনকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং জেলার তিস্তার নিকটে অবস্থিত টানেলটি দুর্বল ও প্রত্যাহ্বানমূলক ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা এবং তরুণ হিমালয়ের ভূকম্পীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। এসআরআরপি-এর অন্যান্য সমস্ত টানেলের মতো মাটির ভারের দুর্বলতা প্রতিরোধ করতে, সর্বশেষ ও সবচেয়ে আধুনিক ও পরিশীলিত টানেলিং টেকনোলজি তথা নিউ অস্ট্রিয়ান টানেলিং মেথড (এনএটিএম) ব্যবহার করা হয়েছে।

সেবক-রংপো নতুন রেল সংযোগী প্রকল্পটি প্রায় ৪৫ কিঃমিঃ লম্বা, যা সেবক (পশ্চিমবঙ্গ) ও রংপোকে (সিকিম) সংযুক্ত করবে এবং এতে ১৪টি টানেল, ১৭টি ব্রিজ ও ৫টি স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘতম টানেলটি (টি-১০) ৫.৩ কিমি এবং দীর্ঘতম ব্রিজটি (ব্রিজ নং.-১৭) ৪২৫ মিটার লম্বা। সমগ্র প্রকল্পটির প্রায় ৩৮.৬৪ কিঃমিঃ বিন্যাস টানেলের মাধ্যমে অতিক্রম হয়েছে এবং টানেল নির্মাণের ৯২.৩১ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে।

বর্তমানে টানেল টি-১৪, টি-০৯ এবং টি-০২ -এ ফাইনাল লাইনিং সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং টানেল টি-০৩, টি-০৫, টি-০৬, টি-০৭, টি-০৮, টি-১০, টি-১১ ও টি-১২-এর কাজ অগ্রগতি লাভ করেছে। আজকের তারিখ পর্যন্ত মোট ১১.৯৬ কিমি লাইনিং সম্পূর্ণ হয়েছে। সবগুলি বিভাগের কাজ দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা চালানো হচ্ছে। এটি ভারতের অন্যতম একটি মর্যাদাপূর্ণ নির্মীয়মাণ জাতীয় প্রকল্প এবং প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে প্রথমবারের জন্য সিকিম রেলওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে যাবে। এই রেল নেটওয়ার্কটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর সিকিমের সাথে একটি বিকল্পমূলক সংযোগ প্রদান করবে। প্রকল্পটি দ্রুত সম্পূর্ণ করতে বর্তমানে টানেল, ব্রিজ ও স্টেশন ইয়ার্ড নির্মাণ সম্পর্কিত সমস্ত কার্যকলাপ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চালানো হচ্ছে।

তিরুবন্তপুরমে এবার শশী বনাম রাজীব, জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেসের থারুর

তিরুবন্তপুরম, ৩ এপ্রিল (হি.স.): কেরলের তিরুবন্তপুরম লোকসভা আসনে এবার জোরদার লড়াই হতে চলেছে, একদিনে কংগ্রেসের শশী থারুর, অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির রাজীব চন্দ্রশেখর। তবে, নিজের জয় নিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেসের শশী থারুর। বুধবার এই সংসদীয় আসনের জন্য মনোনয়ন পত্র পেশ করেছেন শশী।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'আমি কালেক্টরের কাছে আমার মনোনয়ন জমা দিয়েছি। এটা আমার চতুর্থবার... এখন আমরা যা দেখছি, তা হল বর্তমান সরকার ফ্যাসিবাদী, অসাংবিধানিক এবং গণতন্ত্র বিরোধী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তাই তাদের আর বারবার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। তাই আমাদের বোঝা উচিত যে এই নির্বাচন আমাদের দেশের আত্মাকে বাঁচানোর...প্রধান বিরোধী নেতাদের জেলে ঢোকানো হচ্ছে।গতকাল, একজন নেতা ছয় মাসের বেশি জেলে থাকার পর মুক্তি পেয়েছেন। কেজরিওয়াল জেলে, তিনি একটি জাতীয় দলের জাতীয় আহ্বায়ক। বিজেপি বুঝতে পেরেছে যে তারা জাতীয় স্তরে পরাজয়ের মুখোমুখি হবে তাই তারা এই কর্মে লিপ্ত হয়েছে।

ময়নাগুড়িতে ত্রাণ দিতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে প্রশাসনিক কর্তারা

জলপাইগুড়ি, ৩ এপ্রিল (হি. স.): ঝড়ে দুর্গতদের ত্রাণ দিতে গিয়ে বুধবার বিক্ষোভের মুখে পড়লেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, পর্যাপ্ত খাবার নেই।

বুধবার সকালে জেলাশাসক শামা পারভিন ও পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপতকে সঙ্গে নিয়ে ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিস গ্রামে যান। জানা গেছে, ত্রাণ দিতে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন তাঁরা। গ্রামবাসীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন ময়নাগুড়ির থানায় আইসি। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন পুলিশ সুপার।

এ দিন বার্নিস কালীবাড়ি এলাকায় জেলাশাসক শামা পারভিন ও পুলিশ সুপার ত্রাণ নিয়ে পৌঁছালে সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের অভিযোগ, এই ক'দিন খাবার আসেনি, এলাকায় কেউ আসেনি । প্রথম দিন ত্রিপল আর শুকনো খাবার দেওয়া হলেও পরে কোনও খাবার আসেনি । স্থানীয়দের অভিযোগ, এ দিন প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার ত্রাণ নিয়ে ড্যামেজ কন্টোল করার চেষ্টা করেছেন।

গরমে নাজেহাল অবস্থা দেশজুড়ে, দাবদাহ মোকাবিলায় পর্যালোচনা বৈঠকে মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): এপ্রিল মাসের শুরুতেই দাবদাহে নাজেহাল দেশের বিভিন্ন রাজ্য। ইতিমধ্যেই দেশের অনেকগুলি রাজ্যে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। এই পরিস্থিতিতে বুধবার তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি মোকাবিলায় পর্যালোচনা বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। বুধবার এই বৈঠকের পৌরহিত্য করেন মনসুখ মান্ডভিয়া।

উল্লেখ্য, দেশের অন্তত ২২ রাজ্যে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। "লু" বইতে পারে এই রাজ্যগুলিতে। মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ, উত্তর কর্ণাটক এবং তেলেঙ্গানার বিভিন্ন স্থানে অত্যধিক গরমের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছাড়াও গরমে নাজেহাল অবস্থা ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ডেও। আইএমডি জানিয়েছে, উত্তর ভারতের সবকটি রাজ্যের পাশাপাশি দেশের মোট ২২টি রাজ্য এবং একটি

পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলায় ক্লাইমেট পার্লামেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে স্পীকার শিরীন শারমিন চৌধুরী

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৩।। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলায় ক্লাইমেট পার্লামেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশ্বের ৭৪টি দেশে বর্তমানে তারা কাজ করছে। তিনি বলেন, পরিবেশ রক্ষায় জনগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আনতে পারাই- ক্লাইমেট পার্লামেন্টের স্বার্থকতা।

তিনি সোমবার রাজধানীর বনানীস্থ শেরাটন হোটেলে ক্লাইমেট পার্লামেন্ট বাংলাদেশের নবনির্বাচিত কমিটির ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

ক্লাইমেট পার্লামেন্ট বাংলাদেশের সভাপতি তানভীর শাকিল জয় এমপি অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর তিনি নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে ক্লাইমেট পার্লামেন্ট বাংলাদেশের কনভেনার নাহিম রাজ্জাক এমপি, ক্লাইমেট পার্লামেন্টের চীফ প্যাটর্ন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া দক্ষিণ এশিয়া সেক্রেটারিয়েটের ক্লাইমেট পার্লামেন্টের পলিসি অ্যাডভাইজর সুমেধা বসু, ক্লাইমেট পার্লামেন্টের ফাউন্ডার ও চীফ স্ট্রাটেজি অফিসার নিক ডানলপ ভার্চুয়ালি বক্তব্য প্রদান করেন।

স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘের পরিবেশ-বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ সংরক্ষণে মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্লান, ডেলটা প্লানসহ প্রয়োজনীয় আইন ও নীতি বাস্তবায়ন করেছেন। বাংলাদেশের নদী দূষণের কথা উল্লেখ করে স্পীকার বলেন, বাড়ির পাশের প্রবাহিত নদী দূষণমুক্ত রাখার জন্য সচেতনতা তৈরীতে স্থানীয় জনসাধারণকেই ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলায় জলবায়ু সহনীয় কৃষি, অর্গানিক ফার্মিং এবং গ্রীন এন্টেপ্রেনারশিপ চালু করতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্বকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, ক্লাইমেট পার্লামেন্টের সদস্যরা সকলে সংসদ সদস্য হলেও জাতীয় সংসদের সাথে এর কোন পার্টনারশিপ নেই। তিনি বলেন, জাতীয় সংসদ ক্লাইমেট পার্লামেন্টের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কাজ করতে এবং সকল ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে। এসময় তিনি নবগঠিত কমিটিকে অভিনন্দন জানান।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এমপি, সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মারি মাসদুপুয়, আরমা দত্ত এমপি, আবুল কালাম আজাদ এমপি, আশেক উল্লাহ রফিক এমপি, এস এম শাহজাদা এমপি, আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী এমপি, নিজাম উদ্দিন জলিল জন এমপি, হাবিবুর রহমান এমপি, মাহবুব উর রহমান রুহেল এমপি, কোহেলি কুদ্দুস মুক্তি এমপি, জারা জাবিন মাহবুব এমপিসহ ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও নেপালের রাষ্ট্রদূত, ক্লাইমেট পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন দেশের ক্লাইমেট পার্টনার্স, এনজিও''র প্রতিনিধিবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে দু'টি ব্যাংকে ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য

কিশোর সরকার

ঢাকা, ৩ এপ্রিল (হি.স) : বাংলাদেশে বান্দরবানের রুমায় সোনালী ব্যাংকে ডাকাতির ঘটনার পর এবার থানচি উপজেলার সোনালী ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকের শাখায় দুস্কৃতীরা হানা দিয়েছে। থানচি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) মো. জসিম উদ্দিন জানান, বুধবার (৩ এপ্রিল) দুপুর ১টার দিকে এই ঘটনা ঘটেছে।

বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংক ও থানচি বাজারের আশপাশে শূন্যে গুলি ছোড়েন দুস্কৃতীরা। এই ঘটনায় পাহাড়ের সশস্ত্র সংগঠন কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট-কেএনএফকে দায়ী করছে প্রশাসন। প্রশাসনের দাবি, চাকরিজীবীদের ঈদের বেতন ও বোনাস ব্যাংকে আনার পর তাতে নজর পড়েছে দুস্কৃতীরা। এদিন দুপুরে একদল দুস্কৃতী থানচির সাইজন বমপাড়া এলাকার রাস্তা দিয়ে ট্রাকে এসে থানচি সোনালী ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকে হানা দেয়। এ সময় তারা শূন্যে গুলি চালিয়ে ব্যাংকের ভেতরে প্রবেশ করে। তারা ক্যাশে থাকা নগদ টাকা নিয়ে নিয়েছে। থানচি থানার ওসি বলেন, 'থানচিতে ব্যাংকে দুস্কৃতীরা হানা দিয়েছে শূন্যে গুলি চালানোর ঘটনায় হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।' প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাত ৯টার পর বান্দরবানের রুমা উপজেলার সোনালী ব্যাংকে ডাকাতি করে নগদ টাকাসহ ব্যাংকের ম্যানেজারকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠেছে।

হাত ছাড়লেন বিজেন্দ্র, বিজেপিতে যোগ দিলেন অলিম্পিক্সে পদকজয়ী প্রথম ভারতীয় বক্সার

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন অলিম্পিক্সে পদকজয়ী প্রথম ভারতীয় বক্সার বিজেন্দ্র সিং। বুধবার দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়ের উপস্থিতিতে 'পদ্ম' শিবিরে শামিল হয়ে তিনি বলেন, "দেশ এবং দেশবাসীর স্বার্থে কাজ করতে চাই। তাই এই সিদ্ধান্ত।"

২০০৮-এর বেজিং অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ পদকজয়ী সুপার-মিডলওয়েট বক্সার বিজেন্দ্র ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। আদতে হরিয়ানার বাসিন্দা হলেও তাঁকে দক্ষিণ দিল্লিতে প্রার্থী করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু জীবনে প্রথম বার বক্সিং রিংয়ের বাইরে লড়তে নেমে চূড়ান্ত ব্যর্থ হন তিনি। বিজেপির রমেশ বিধূরি এবং আম আদমি পার্টি (আপ)-র রাঘব চাড্ডার পরে তৃতীয় স্থান পান।

নিজেকে রাধার সাথে তুলনা করে সমালোচনার মুখে তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডল

বাঁকুড়া, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : নিজেকে শ্রীরাধার সাথে তুলনা করে সমালোচনার মুখে পড়েছেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডল। ওন্দায় দোল উৎসবে যোগ দিয়ে তিনি নিজেকে রাধার সাথে তুলনা করে বলেন শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্য নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন , তেমনি বিষ্ণুপুর লোকসভা এলাকার মানুষের জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তার এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই সমালোচনায় মুখর হয়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে বিজেপি নেতৃত্ব। এই লোকসভা এলাকার বাসিন্দারা সুজাতা দেবীর এসব আচরনকে নিছকই চমক বলে মনে করছেন। তবে জেলা রাজনীতি ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, সুজাতা দেবীর রাধা সাজা একটা পরিকল্পিত অভিনয়। এই রাধা সেজে, নিজেকে রাধার সঙ্গে তুলনা করে তিনি ড্যামেজ কন্টোলে নেমেছেন। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, এই ওন্দায় সম্প্রতি প্রচারে এসে ভোটাদের হুমকি দিয়ে বলেছিলেন মিডিয়া সহ কাউকেই তিনি কেয়ার করেন না। জেলা জুড়ে এই আচরনের জন্য প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। রাজনীতি বিদদের মতে সেই ওন্দাতেই রাধা সেজে ধর্মীয় আবেগে শুড়শুড়ি দিয়ে ড্যামাজ কন্টোলের চেষ্টা করেছেন। সুজাতা দেবীর ভোটের প্রচার মানেই চমক। তবে এপর্যন্ত তার ভোট প্রচারের সেরা চমকের সাক্ষী থাকলেন ওন্দার মানুষ। ভোট প্রচারে ওন্দার দোল উৎসব ও মেলায় এসে হরিনাম সংকীর্তনে মাতেন সুজাতা দেবী।দুহাত তুলে নাচে বিভোর হয়ে পড়া, খোল বাজানো এমনি নিজেকে রাধার সঙ্গে তুলনা করেন সুজাতা দেবী।এবিষয়ে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি তথা ওন্দার বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা বলেন, সুজাতা দেবী কখনও নিজেকে রাধিকা ভাবছেন, কখনও হেমা মালিনী ভাবছেন, আবার শ্রীদেবীও ভাবতে পারেন, আবার কখনও পুতানাও ভাবতে পারেন। ওনার এসব ভাবনার মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে যে উনি পাগল হয়ে গেছেন।যদিও সুজাতা দেবী বিরোধীদের কটাক্ষকে আমল দিতে নারাজ। তিনি বলেন রাধা ত্যাগের প্রতীক। রাধিকা যেমন কৃষ্ণের চরণে নিজের জীবন উৎসর্গ করে ছিলেন, তেমনি বিষ্ণুপুর লোকসভার মানুষের চরণে তিনিও নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন।ইতিপূর্বে তিনি দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মা সারদার সাথে তুলনা করেন। এই রাধা সাজার আগে এক বাড়িতে জ্বলন্ত উনুনে ফুঁ দিয়ে বলে বিজেপিকে এভাবে ফুঁ দিয়ে তিনি উড়িয়ে দেবেন। এর আগে সুজাতা দেবী আগে সেলুনে ঢুকে অন্যের চুল কেটেছেন, দোকানদারকে সরিয়ে চা বানিয়ে দলের নেতাও কর্মীদের খাইয়েছেন, বসন্ত উৎসবে আবির মেখে নাচে মেতে উঠেছেন, পথচলতি শিশুদের কোলে তুলে আদর করেছেন এবং মায়েদের সঙ্গে কোমর দুলিয়ে নাচ করেছেন।

বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন স্বামী সৌমিত্র খাঁয়ের মতে, প্রচারে অভিনয় করার প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক একজন মানুষ হয়েই প্রচার দরকার। কোনটা আসল আর কোনটা অভিনয় ভোটাররা তা জানেন।

চালসায় দোকানে ঢুকে চা বানালেন মুখ্যমন্ত্রী, কথা বললেন শ্রমিকদের সঙ্গে

চালসা, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : জলপাইগুড়ির চালসা সংলগ্ন মঙ্গলবাড়ি বাজারে একটি দোকানে ঢুকে চা বানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত সকলকে খাওয়ালেন সেই চা।

গত রবিবার জলপাইগুড়ি, ময়নগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ব্যাপক ঝড় হয়। সেই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের দেখতে মঙ্গলবার রাতেই জলপাইগুড়ি পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী। কথা বলেন দুর্গতদের সঙ্গে। আশ্বাস দেন পাশে থাকার। চালসার একটি বেসরকারি রিসর্টে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকেই যাবতীয় কাজকর্ম তদারকি করছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী কনভয় নিয়ে পৌঁছে যান মেটেলি ব্লকের আইভিল চা বাগানে। সেখানে জনসংযোগ সারেন। আইভিলে যাওয়ার পথে তিনি কথা বলেন শিশুদের সঙ্গে। তাঁদের চকোলেট, বিস্কুট দেন। আইভিলে একটি দোকানে গিয়ে জিনিসপত্রের দাম জিজ্ঞেস করেন মমতা। এছাড়া কথা বলেন বাগানে কর্মরত মহিলা শ্রমিক ও বাসিন্দাদের সঙ্গে। সেখান থেকে ফেরার পথে কিলকোট চা বাগান মোড়ে বাসিন্দারা তাঁকে বেহাল রাস্তা মেরামত, হিন্দি ও সাদরি মাধ্যম স্কুলের দাবি জানান। তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় প্রতিনিধিকে বিষয়টি দেখতে বলেন। এরপর চালসা থেকে মালবাজারগামী সড়কের সাতখাইয়া এলাকায় পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে সাতখাইয়া থেকে তাঁর কনভয় চালসার দিকে ফিরে যায়। চালসার মঙ্গলবাড়ি বাজারে রাস্তার পাশের একটি দোকানে ঢুকে চা বানান মমতা। উপস্থিত সকলকে চা-ও খাওয়ান।

ঘাটালে রবিবার অভিষেকের রোড শো

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি. স.): আগামী ২৫ মে ঘাটালে ভোট। হাতে এখনও প্রায় মাসদেড়েক সময়। কিন্তু আগেভাগেই ঘাটালে পৌঁছে দলের হয়ে প্রচারে নামতে চলেছেন অভিষেক ব্যানার্জি। উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে রবিবার ঘাটালে রোড শো-এ হাজির থাকবেন অভিষেক। রবিবারের এই রোড শোয়ে অংশ নেবেন তৃণমূল প্রার্থী দেবও।

উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের আগে দল ছাড়ার জল্পনা ছিল অভিনেতা-রাজনীতিক দেবকে নিয়ে। এর আগে ঘাটালের একাধিক প্রশাসনিক পদ থেকে ইস্তফাও দেন দেব। রাজনীতি থেকে তাঁর সরে আসার জল্পনা যখন তুঙ্গে, সেই সময়েই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি এবং

নির্বাচনী বিধি ভেঙে বিজ্ঞাপনে টাকার প্রলোভন দিছে তৃণমূল, কমিশনে অভিযোগ সিপিএমের

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি. স.): নির্বাচনী বিধিভঙ্গ করে সাধারণ ভোটারদের টাকার লোভ দেখাচ্ছে তৃণমূল। মঙ্গলবার বঙ্গ সিপিএমের তরফে এমনটাই অভিযোগ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনে। সিপিএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য শমীক লাহিড়ী নির্বাচন কমিশনকে চিঠি পাঠিয়ে এই অভিযোগ তুলেছেন। অভিযোগ, মূলত অডিয়ো বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তৃণমূল সরকারি কোষাগারের সুবিধা ব্যবহার করে ভোটারদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এরই ভিত্তিতে মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো চিঠিতে শমীক লাহিড়ী লিখেছেন, 'আমরা আপনার নজরে আনতে চাই যে, এআইটিসি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ এলাকার সমস্ত রেডিয়ো চ্যানেলে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। প্রাক্তন সাংসদ এবং এআইটিসি-র সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি সেই বিজ্ঞাপনে বক্তব্য পেশ করছেন। তাতে তিনি বলছেন, বাংলা বিরোধীদের এই লড়াইয়ে তৃণমূলের হাত যদি আপনারা শক্তিশালী করেন তাহলে কারও কাছে হাত পাততে হবে না। আগামী ছ''মাসের মধ্যে আপনাদের বাড়ির টাকার ব্যবস্থা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দেবেন ।' সরকারি কোষাগারের সুবিধা ব্যবহার করে ভোটারদের মধ্যে কত টাকা বিতরণ করা হবে তা স্পষ্টভাবে এই বিজ্ঞাপনে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলগুলি ভোটারকে কোনও প্রলোভন, আর্থিক বা অন্য কোনও প্রস্তাব দিতে পারে না।এরপরেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে শমীক বলেন, নির্বাচন কমিশনের অনুমতির ভিত্তিতেই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে টাকার প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের "মিডিয়া সার্টিফিকেশন অ্যান্ড মনিটরিং কমিটি" দ্বারা এই ধরনের বিজ্ঞাপন কীভাবে প্রত্যয়িত হয় ? আমরা আপনাকে অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।' এই অভিযোগপত্রের সঙ্গে অডিয়ো বিজ্ঞাপনটিও কমিশনে পাঠিয়েছে সিপিএম।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের মুখ্যসচিবের ভূমিকায় বেজায় ক্ষুব্ধ বিচারপতি বাগচী

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের মুখ্যসচিবের ভূমিকায় বেজায় ক্ষুব্ধ। গত ২২ মার্চ হাইকোর্টের তরফে রাজ্যের মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকাকে নোটিশ জারি করা হয়েছিল। রিপোর্ট জমা করার কথা ছিল ৩ এপ্রিল। কিন্তু বুধবার শুনানির সময় পর্যন্ত কোনও রিপোর্ট পেশ করা হয়নি। এতেই ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি বাগচী।

এদিন দুপুর ২ টোর সময় মামলার যে শুনানি রয়েছে সেখানে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে সরকারি আইনজীবীকে। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী সাফ জানিয়েছেন, 'আদালতের নির্দেশের পরেও যদি মুখ্যসচিব কোনও পদক্ষেপ না করেন, তাহলে আমরা কেন তাঁকে সশরীরে হাজির থাকার নির্দেশ দেব না?' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্যের কাছে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বহুবার জবাব তলব করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু রাজ্যের পক্ষ থেকে মেলেনি কোন উত্তর।

এই জবাব নিয়ে রাজ্যের আইনজীবীর বক্তব্য ছিল, মুখ্যসচিব ভোট প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত, তাই আরও কিছুদিন সময় দরকার।কিন্তু রাজ্যকে সময় দিতে চায়নি মহামান্য আদালত। এদিনও মুখ্যসচিবের পক্ষ থেকে কোনও প্রত্যুত্তর না মেলায় ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

কখন ফল খাওয়া মারাত্মক ক্ষতিকর

খাবার অন্তত এক ঘণ্টা পর ফল খাওয়া উচিত। কারণ খাওয়ার পরেই ফল খেলে খাবারের আগে ফল হজম হয়ে যায়। ফলের পুষ্টিগুণ শরীরে দ্রুত পৌঁছে যায় এবং খাবারের অনেক পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হয় না।

অন্যদিকে, রাতে ঘুমানোর আগে ফল খাওয়ার সবচাইতে খারাপ সময়। কারণ ঘুমানোর আগে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে ঘুম আসবে না। এমনকি রাতের খাবারটাও ঘুমানোর কমপক্ষে দুই ঘণ্টা আগে খাওয়া উচিত। অন্যথায় বদহজম দেখা দিতে পারে।

এছাড়াও অন্যান্য খাবার খাওয়ার পরপরই ফল খাওয়ার মাঝখানে কমপক্ষে এক ঘণ্টার ব্যবধান রাখা উচিত। কারণ এক্ষেত্রেও বদহজম হতে পারে এবং ফলের পুরোপুরি পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হবে না। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগিদের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান হওয়া উচিত অন্যান্য খাবার খাওয়ার আগে কমপক্ষে দুই ঘণ্টা।

আর অন্যান্য খাবারের সঙ্গে ফল খেলে হজম পদ্ধতি ধীর করে দেয়। অর্থাত ফল দীর্ঘসময় পাকস্থলিতে থেকে যায়। যা ফলটির 'ফার্মেন্টেশন'র দিকে নিয়ে যেতে পারে। আঁশ বেশি থাকায় ফল এমনিতেই হজম হতে সময় লাগে। অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে তা আরও ধীরে হজম হয়।

ফলের সর্বোচ্চ পুষ্টি গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ফল খাওয়া উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, দিনে একবাটি তাজা ফল আপনাকে সুস্থ রাখবে। তবে তা খেতে হবে সূর্যাস্তের আগেই। এছাড়াও সূর্যাস্তের পর আমাদের বিপাক ধীর হয়ে যায় এবং কার্বস হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে।

খাবারের সঙ্গেও ফল যোগ করা উচিত নয় বা খাবারের পরপরই খাওয়া উচিত নয়। খাবার এবং ফল খাওয়ার মাঝে অন্তত দুই-তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। বেশিরভাগ ফলই কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ। দ্রুত শক্তির একটি দুর্দান্ত উতস হচ্ছে ফল, তবে এটি রক্তে শর্করার মাত্রাও বাড়িয়ে তোলে। রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধির কারণে এটি ঘুমকে ব্যাহত করতে পারে।

চুলের দুর্গন্ধ কিভাবে সুগন্ধে রূপান্তরিত করবেন

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিশেষ অংশ চুল। শুষ্ক, দুর্গন্ধযুক্ত চুল আমরা কেউই পছন্দ করি না। চুলে দুর্গন্ধ হলে তা অনেক সময় বিরক্তির কারণও হয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় কি? আপনারো যদি একই প্রশ্ন থাকে তবে এ প্রতিবেদনটি আপনাকে সাহায্য করবে। চুলের জন্য সুগন্ধযুক্ত বিশেষ সিরাম ও শ্যাম্পু তৈরি করা যায়। এগুলো খুব সহজেই আপনি চাইলে বাসায় তৈরি করতে পারেন। এই চুলের সুগন্ধি বানানো খুব সহজ ও সাশ্রয়ীর পাশাপাশি পুষ্টিকর এবং বিষমুক্তও।

একটি কাচের বাটিতে, ১ টেবিল চামচ ভেষজ তেল নিন। এর সঙ্গে ১০-১২ ফেঁটা প্রয়োজনীয় সুগন্ধি তেল যোগ করুন। পছন্দমতো ল্যাভেন্ডার বা জুঁই ফুলের সুগন্ধি দিতে পারেন। এর পর এর সঙ্গে আধা কাপ পরিশোধিত গোলাপ জল মেশান। ভালোভাবে নাড়ুন এবং একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে রাখুন। বাইরে বেরোনোর আগে বা যখনই আপনার মনে হবে 'আপনার চুলে সুগন্ধ ও চমক প্রয়োজন, এটি স্প্রে করুন।

ভেষজ তেল চুলকে ময়েশ্চারাইজ এবং পুষ্ট করে, পাশাপাশি চুলের আগা ফাটা প্রতিরোধ করে। শুধু তাই নয়, এতে থাকা সুগন্ধি তেল চুলের দুর্গন্ধ দূর করে ও চুল পুনর্জীবিত করতে সহায়তা করে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে সুগন্ধি ছড়িয়ে নিলে এটি ভাল ঘুমের আমেজ তৈরিতেও সহায়তা করে। অন্যদিকে গোলাপ জল মাথার ত্বকের শুষ্কতার সঙ্গে খুশকি এবং চুলকানি কমায়।

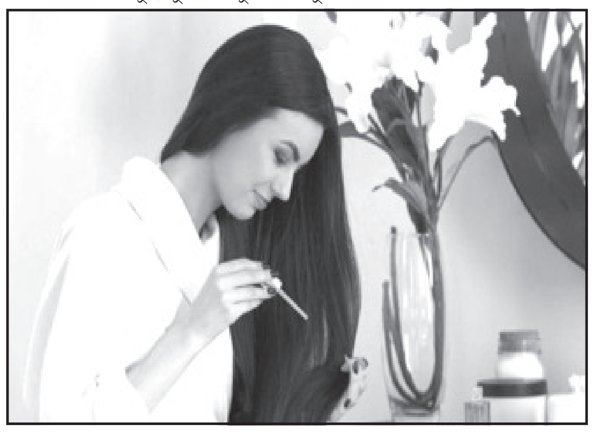

জানেন কি লেবুর রসে নয়, উপকার বেশি খোসায় !

যে কোন খাবারের স্বাদ বাড়াতে লেবুর কোন জুড়ি নেই। এর সাথে লেবুর আছে সুঘ্রাণ। যা খাবারে তৃপ্তি দেয়। অনেকে আবার সুস্থতার জন্য সকালে লেবু জল পান করে থাকে। তবে আমরা লেবুর রস রেখে খোসাটা ফেলে দেই। কারণ আমরা জানিই না যে এই খোসাতে আছে কত অজানা ও চমতকার সব উপকারিতা। লেবুর রসের চেয়ে ৫-১০ গুণ বেশি ভিটামিন আছে লেবুর খোসায়। লেবু আমাদের স্বাস্থ্য, ত্বক এবং চুলের জন্যেও খুবই উপকারি। খোসাতে আছে ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের মত খনিজ উপাদান, ফাইবার ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

চলুন জেনে নেই লেবুর খোসার জাদুকরী উপকারিতা সম্পর্কে।

১. ত্বকের সানবার্ন প্রতিরোধ করতে লেবুর খোসা সরাসরি ত্বকে প্রয়োগ করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। এতে ত্বকের পোড়াভাব সহজেই দূর হয়। পাশাপাশি ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান।

২. লেবুর খোসা হজম শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় খুব সহজেই।

৩. দেহের অতিরিক্ত মেদ কমাতেও লেবুর খোসা অনেক উপকারী।

৪. এতে প্রচুর পরিমাণের ভিটামিন সি থাকায় দাঁতের জন্য বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে। লেবুর খোসা দাঁতের বিভিন্ন অসুখ থেকে রক্ষা করে। হাড়ের বিভিন্ন অসুখ যেমন, পলি আর্থারাইটিস, অস্টিওপরোসিস এবং বিভিন্ন প্রকার আর্থারাইটিস প্রতিরোধ করে।

৫. প্রত্যহ লেবুর খোসা খেলে শরীরে সাইট্রিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমায়।

৬. লেবুর খোসা শরীর থেকে স্ট্রেস কমাতে সহায়তা করে।

৭. লেবুর খোসাতে আছে সয়ালভেসস্ট্রল কিউ ৪০ ও লিমোনেন্স, যা ক্যান্সারের কোষ ধ্বংস করে, বাকটেরিয়াল ও ছত্রাক সংক্রমণের প্রকোপ কমায়।

৮. আমদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বজায় রাখে লেবুর খোসা, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং বিভিন্ন হৃদরোগ যেমন স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।

ডিম খাওয়ার পর যেসব খাবার খাবেন না

বেশির ভাগ ডাক্তারই স্বাস্থ্যকর খাবারের তালিকায় ডিম রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কারণ শরীরের প্রতিদিনের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে থাকে ডিম।

গবেষণা বলছে, ডিমে থাকে ক্যালোরি, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি ২, সায়ানো কোবেলামিন, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, কোলেস্টেরল, ফোলেট, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, জিংক, কোলাইন, সেলেনিয়াম ও আয়রন।

তবে জানলে অবাক হবেন, অধিক পুষ্টির উৎস ডিমও কিন্তু অজান্তেই বিপদ ডেকে আনতে পারে। তবে সেটি আপনার ভুলেই। যদি কারও ডিমে অ্যালার্জির সমস্যা না হয়, তাহলে ডিম সম্পূর্ণ নিরাপদ।

তবে ডিম খাওয়ার পর এমন কিছু খাবার আছে যেগুলো খাওয়া বিপজ্জনক। জেনে নিন কোন কোন খাবার ডিম খাওয়ার পরে খাবেন না-

১. ডিম খাওয়ার পরপরই কোমল পানীয় একেবারেই খাবেন না। এই জাতীয় পানীয়ে প্রচুর পরিমাণ চিনি থাকে। ফলে পেটে অস্বস্তি হতে পারে।

২. ডিম সেদ্ধ বা পোচের পরে চা বা কফি খেলে বিপদের আশঙ্কা নেই। তবে ডিম ভাজার পরে এগুলো মোটেই খাওয়া উচিত নয়। এতে হজম ও গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

৩. ডিম খাওয়ার পরপরই চিনি খাবেন না। ডিম আর চিনি একসঙ্গে পেটে গেলে ক্ষতিকর অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয়। এই অ্যামাইনো অ্যাসিড রক্ত জমাট বাঁধিয়ে দিতে পারে। এতে হৃদরোগের আশঙ্কা বাড়তে পারে। খুব সামান্য পরিমাণে চিনি পেটে গেলে অসুবিধা নেই। তবে দুই-তিন চামচ বা তার বেশি চিনি গেলে বিপদ হতে পারে।

৪. সকালের নাস্তায় ডিমের পাশাপাশি ফলও রাখেন নিশ্চয়ই। তবে নাস্তার তালিকায় ডিম রাখলে তরমুজ পরিহার করুন। কারণ ডিম আর তরমুজ একসঙ্গে খেলে পেটে ফোলাভাব ও বদহজম হতে পারে।

৫. সয়া মিল্ক স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী। তবে ডিম খাওয়ার পরে এই দুধ খাওয়া উচিত নয়। সয়া মিল্ক ডিমের পুষ্টিগুণ নষ্ট করে দেয়।

ঘুমের ওষুধ খেয়েও চোখে ঘুম নেই ? ওষুধ ছাড়াই ঘুম আসবে যেভাবে জানুন

সমস্যার নাম ঘুমের অসুখ। আক্রান্তের হিসেব শুনলে আঁতকে ওঠার কথা! শিশু থেকে বয়স্ক, বিশ্বে শতকরা প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষ ঘুমের অসুখে আক্রান্ত। সারাদিন পরিশ্রমের পরেও রাতে ঘুম না আসার সমস্যা নতুন নয়। এপাশ ওপাশ করতে করতেই রাত শেষ হয় অনেকের। এমন সমস্যা কি আপনারও? ঘুমের ওষুধ খেতে হচ্ছে প্রায়ই? কিন্তু জানেন কি, ঘুমাতে যাওয়ার আগে যদি মানেন সহজ কিছু নিয়ম, তাতেই ঘুম হবে গাঢ়।

১. পা ভিজে রেখে ঘুমতে যাবেন না। চিকিতসকদের মতে, শরীরের তাপমাত্রার একাংশ নিয়ন্ত্রণ করে পা। তাই পা ভেজা থাকলে শরীরের তাপমাত্রায় ভারসাম্য থাকে না। কাজেই ভাল করে পা মুছে, শুকনা পায়ে উঠুন বিছানায়।

২. প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়ার চেষ্টা করুন। ফোন থেকে দূরে থাকুন। ঘুমের সবচেয়ে ব্যাঘাত ঘটায় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। তাই ঘুমাতে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে গ্রুপ চ্যাট, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

৩. রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ল্যাপটপ বা মোবাইলে ওয়েব সিরিজ-ছবি না দেখে, বরং কিছুক্ষণ বই পড়ুন। বই পড়লে মাথা শান্ত হয়। ফলে নিমেষেই ঘুম আসে। খবরের কাগজও পড়তে পারেন।

৪. ঘুমাতে যাওয়ার দু-ঘণ্টা আগে সারুন রাতের খাওয়া। চার ঘণ্টা আগেই নিয়ে নিন সেদিনের শেষ কফি বা চা। এই দুই নিয়মে অভ্যস্ত হতে পারলে ঘুম আসবে সহজেই।

৫. তোষক ও বিছানাও কিন্তু ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানোর অন্যতম কারণ। খেয়াল রাখুন, সেসবের গুণগত মান যেন উন্নত হয়। আরামদায়ক তোষকে শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভালভাবে হয়। স্নায়ু ও পেশী আরাম পায়। ঘুম আসে নিমেষে।

৬. ঘুমনোর আগে স্নান করুন। ঠান্ডা লাগার অভ্যাস না থাকলে এটি করে দেখুন। কাজে আসবে দারুণ। ঘুমের মানও ভালো হবে। শরীর থাকবে ঝরঝরে।

সর্দি-গরমিতে বন্ধ নাক ?

এক বার গরম তো এক বার ঠান্ডা। যতই বলুন রোদ থেকে গিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ঢোকা যাবে না। আসল সময়ে সে কথা কারও মনে থাকে না। আবার, কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর শুধু মাত্র বাইরের আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতেও চান না অনেকে। যে কারণে ঠান্ডা লাগে, সর্দি হয়। সারা ক্ষণ নাক বন্ধ হয়ে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সমস্যা হয়। নাক বন্ধ হয়ে গেলে কোনও কাজেই মন বসে না। খাওয়াদাওয়াতেও অরুচি হয়। বন্ধ নাক খোলার জন্য নানা রকম ড্রপ ব্যবহার করেন

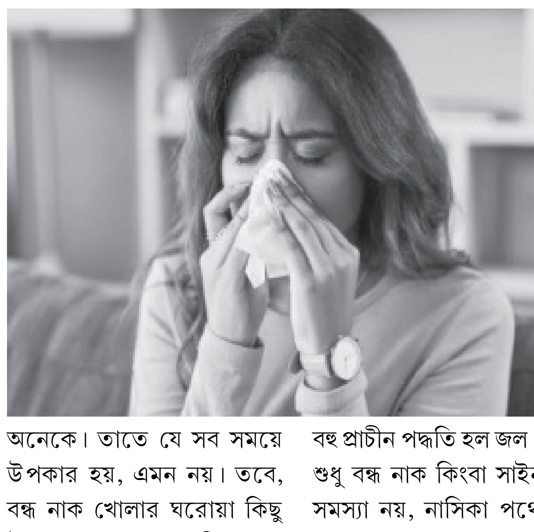

অনেকে। তাতে যে সব সময়ে উপকার হয়, এমন নয়। তবে, বন্ধ নাক খোলার ঘরোয়া কিছু উপায় রয়েছে। সেগুলি জেনে রাখা জরুরি।

১) জল নেতি: বন্ধ নাক খোলার বহু প্রাচীন পদ্ধতি হল জল নেতি। শুধু বন্ধ নাক কিংবা সাইনাসের সমস্যা নয়, নাসিকা পথে জমা নোংরা, ধুলো-ময়লা পরিষ্কার করতেও সাহায্য করে এই পদ্ধতি। ২) গরম ভাপ: ফুটন্ত জলের মধ্যে জোয়ান গুঁড়ো কিংবা কালোজিরের গুঁড়ো মিশিয়ে সেই জলের ভাপ নিন। এতে বন্ধ নাক খুলে যাবে, মাথা ভার, মাথা যন্ত্রণার হাত থেকেও আরাম পাবেন। ফুটন্ত জলে কয়েক ফেঁটা ইউক্যালিপটাস অয়েল দিয়েও ভাপ নিতে পারেন।

৩) আদা চা:

সারা দিনের ক্লান্তি কাটাতে, কাজ থেকে ফিরে আদা চায়ে চুমুক দেন অনেকেই। তবে আয়ুর্বেদ বলছে, আদার মধ্যে থাকা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট এবং অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল উপাদান প্রদাহ নিরাময়ে সাহায্য করে।

ক্যান্সার প্রতিরোধে করণীয়

ক্যান্সার শব্দটি শুনলে সবাই আঁতকে ওঠেন। অনেকের ধারণা, একবার ক্যান্সার হওয়া মানেই ফলাফল নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই অমূলক। তাই এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউটের ক্যান্সার ইপিডেমিওলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবুল্লাহ তালুকদার রাসকিন। প্রথমত, ব্যক্তিগতভাবে একজন মানুষের জানা দরকার যে, ক্যান্সার কেন হয়। কেন বা কোন রিস্ক ফ্যাক্টরের কারণে ক্যান্সার হয়, সেগুলো প্রতিটি মানুষের জানা দরকার। সে অনুযায়ী আমরা যদি সেসব রিস্ক ফ্যাক্টর বা ঝুঁকিগুলো এড়িয়ে চলতে পারি, তাহলে ব্যক্তি পর্যায়ে আমাদের করণীয় কাজগুলো করা হলো।

পাশাপাশি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বা হেলথ সিস্টেমে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক করণীয় রয়েছে। যেমন- ক্যান্সার কেন হয় এবং কি কি কাজ করলে ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব, এসব তথ্যগুলো জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

করোনার সময়ে করোনা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হয়, ঠিক তেমনি ক্যান্সার প্রতিরোধেও আমাদের অনেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হয়। যেমন- নিয়মমতো স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া, ব্যায়াম করা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, শরীরের যত্ন নেওয়া ইত্যাদি। এছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু কিছু ক্যান্সার রোগের ক্ষেত্রে আগে থেকেই ভ্যাকসিন নিয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি- জরায়ুমুখের ক্যানসার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এইচপিভি ভ্যাকসিন নেওয়া জরুরি। এছাড়াও লিভার ক্যান্সার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস- বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন নেওয়া হয়। ক্যান্সার প্রতিরোধের পূর্বেই প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরনের ব্যবস্থাগুলো নেওয়া যায়। একে প্রাইমারি প্রিভেনশন বলে। ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর পরিবেশগত কারণে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ রিস্ক ফ্যাক্টর পরিবেশগত কারণে হয়ে থাকে এবং বাকি ১০ শতাংশ রিস্ক ফ্যাক্টর বংশানুক্রমে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে জিনের মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে ক্যান্সার হতে পারে। যেমন- মহিলাদের ক্ষেত্রে মা, খালা, নানি। কারো যদি ব্রেস্ট বা স্তন ক্যান্সার হয়ে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে বংশানুক্রমে বাচ্চার ক্ষেত্রে এ ধরনের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। আবার বাচ্চাদের চোখের পর্দা বা রেটিনায় এক ধরনের ক্যান্সার হয়ে থাকে। এটাও বংশগত কারণে হয়ে থাকে। এছাড়া শরীরের বাইরে থেকে পরিবেশগত কারণে কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আমাদের শরীরে আসে। এর মধ্যে কিছু রয়েছে রাসায়নিক পদার্থ। যেমন- তামাক বা টোবাকো। এক তামাকের মধ্যে চার হাজারের মতো কেমিক্যাল রয়েছে। তার মধ্যে ৪৫টি কেমিক্যাল সরাসরি ক্যান্সার সৃষ্টি করে। এটি নানা রকম গবেষণায় প্রমাণিত। ধোয়াবিহীন তামাকও সমান ক্ষতিকর স্বাস্থ্যের জন্য। আর্সেনিক, অ্যালকোহল- এসব কেমিক্যালও ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী। কিছু ভৌত পদার্থ যেমন- রেডিয়েশনের কারণেও ক্যান্সার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এমনকি বিকিরণ যেমন- সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি যদি দীর্ঘদিন সরাসরি শরীরে পড়ে, তাহলে চামড়ায় এক ধরনের ক্যান্সার হয়। এটা সাধারণত পশ্চিমা দেশগুলোতে বেশি দেখা যায়। এছাড়াও কেউ কেউ মাংস জাতীয় খাবার বা চর্বিযুক্ত খাবার বেশি খেয়ে থাকেন; এক্ষেত্রে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। এক্ষেত্রে রেকটাম এবং কোলন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। যাদের ব্যায়াম, হাঁটাচলা কম হয়; মুটিয়ে যাবার ফলে তাদেরও ক্যান্সার হয়ে থাকে। যেমন নারীদের ক্ষেত্রে মুটিয়ে যাওয়ার ফলে স্তন ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। সুতরাং এ সব ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে পারলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা তিন ভাগের এক ভাগ কমে যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্যান্সার প্রতিরোধ করা যায় দুইভাবে। একটি হচ্ছে- লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত যদি রোগী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা নেয়, তাহলে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। অন্যটি হচ্ছে যেমন- ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে মহিলাদের মধ্যে যারা খুব মুটিয়ে গেছেন, যাদের বাচ্চা হয়নি অথবা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে পারছে না, কিংবা বিয়ে হয়নি এখনো বা দেরিতে বিয়ে হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশি। তাদের ক্ষেত্রে অপেক্ষা না করে আগে থেকেই কিছু সাধারণ পরীক্ষা করাতে হবে। ঠিক একইভাবে জরায়ু ক্যান্সারের ক্ষেত্রে, যাদের খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছে এবং অনেকগুলো বাচ্চা হয়েছে বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকা হয়, তাদের ক্ষেত্রে আগে থেকেই কিছু সাধারণ পরীক্ষা করা যেতে পারে, যাকে ক্যান্সার স্ক্রিনিং বলে।

বাংলাদেশের সরকারিভাবে ৫০০টির মেডিকেল সেন্টার যেমন- বিএসএমএমইউ, মেডিকেল কলেজ, জেলা হাসপাতাল এবং কিছু কিছু উপজেলা হাসপাতালে ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং জরায়ুর মুখের ক্যান্সারের পরীক্ষাগুলো প্রাথমিকভাবে করা হয়। এছাড়া জরায়ুমুখের ক্যান্সার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এইচপিভি ভ্যাকসিন সাধারণত ৯ থেকে ১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের দিতে হয়, অথবা বিয়ের আগে দিতে হয়। এভাবে অনেক ক্ষেত্রেই ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

ভারতের জাতীয় নির্বাচনের পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লি সফর করবেন

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৩।। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, ভারতের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লি সফরে যাবেন। বুধবার (৩ এপ্রিল) বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি এ কথা বলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই ভারত সফরে যাবেন। তবে ভারতের জাতীয় নির্বাচনের পরে। সেটা কখন হবে সেটি নিয়ে কোনো আলোচনা অফিসিয়াল লেভেলে হয়নি। আপনি যে সংবাদটি পত্রিকায় দেখেছেন, আমিও দেখেছি। কাতারের আমিরের বাংলাদেশ সফর প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটি এখনো বলার সময় আসেনি। আমরা সেটি নিয়ে ব্রিফ করব।গেল বছরের (২০২৩) সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন শেখ হাসিনা। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক এবং একান্ত বৈঠক করেন তিনি। বাংলাদেশে দ্বাদশ নির্বাচনের আগে ওই সফর ছিল সরকারপ্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর শেষ সফর। টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠনের পর শেখ হাসিনা প্রথম বিদেশ সফর করেন জার্মানিতে। গত ফেব্রুয়ারিতে তিনি দেশটিতে অনুষ্ঠিত মিউনিখ সিকিউরিটি কনফারেন্সে যোগ দেন। তবে সেটি দ্বিপাক্ষিক সফর ছিল না, বহুপাক্ষিক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের বিষয় ছিল। দিল্লি সফরের আগে এমন আরও বহুপাক্ষিক ফোরামে যোগ দিতে পারেন প্রধানমন্ত্রী।

ইস্তানবুলের পানশালায় ভয়াবহ আগুন, মৃত ২৯

ইস্তানবুল, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : তুরস্কের ইস্তানবুলের একটি পানশালায় ভয়াবহ আগুন লাগে। মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৯ জনের। অগ্নিদগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন আরও বহু মানুষ। জানা গিয়েছে, তুরস্কের বেসিকটাস প্রদেশে একটি ১৭ তলা বহুতলের একেবারে নীচের তলায় ছিল পানশালাটি। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেটি বন্ধ ছিল। রক্ষণাবেক্ষণ চলাকালীনই পানশালাটিতে আগুন লেগে যায়। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পানশালাটিতে কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় পানশালার ম্যানেজার সহ বেশ কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। হতাহতরা প্রত্যেকেই রক্ষণাবেক্ষণের কাজে যুক্ত থাকা শ্রমিক বলে মনে করা হচ্ছে।

ঈদ ও নির্বাচনী আবহে কলকাতা বিশ্ববিদালয়ের পরীক্ষা সূচিতে বদল

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি. স.): ঈদের আগের দিন পরীক্ষা নিয়ে প্রথম থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ ক্ষুব্ধ ছিল। তারপরেই নির্দেশিকা দিয়ে দিন বদল হল পরীক্ষার। বুধবার থেকেই শুরু হয়েছে পরীক্ষা।

পরীক্ষার দিন ঘোষণার আগেই বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের তরফে স্মারকলিপি দিয়ে ঈদ ও লোকসভা নির্বাচনের বিষয়ে জানানো হয়েছিল। নতুন নির্দেশিকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচন ও ঈদের কারণে কয়েকটি পরীক্ষার দিনক্ষণ পরিবর্তন করা হচ্ছে। আগামী ১৩ এপ্রিলের পরীক্ষা হবে ২৩ এপ্রিল। ১৮ এপ্রিল যে পরীক্ষাগুলি নেওয়ার কথা ছিল তা নেওয়া হবে ২৪ এপ্রিল। ১৯ এপ্রিলের পরীক্ষার দিন পরিবর্তন করে হয়েছে ৩০ এপ্রিল। ২০ এপ্রিলের পরীক্ষাগুলি হবে ২৯ এপ্রিল। তবে পরীক্ষার দিন পরিবর্তন হলেও স্থান এবং সময় অপরিবর্তিত থাকছে বলেই জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বালুরঘাটে মিছিল করে মনোনয়ন জমা দিলেন বাম প্রার্থী

বালুরঘাট, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : মনোনয়ন জমা দিলেন বালুরঘাট লোকসভার বামফ্রন্টের আরএসপি প্রার্থী জয়দেব সিদ্ধান্ত। বুধবার দুপুরে বালুরঘাট শহরে মিছিল করে এসে মনোনয়ন জমা দেন বাম প্রার্থী। শতাধিক কর্মী-সমর্থক মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

বাম প্রার্থীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক নন্দলাল হাজরা, আরএসপি নেত্রী সুচেতা বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিকে মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল বালুরঘাট জেলাশাসক অফিস চত্বরে। প্রসঙ্গত, আগামী ২৬ তারিখ বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন রয়েছে। মার্চের ২৮ তারিখ থেকে এপ্রিলের ৪ তারিখ পর্যন্ত চলবে নমিনেশন পর্ব।

টর্নেডোয় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সামগ্রী দিলো রামকৃষ্ণ মিশন

জলপাইগুড়ি, ৩ এপ্রিল (হি. স.): টর্নেডো তছনছ করে দিয়েছে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িকে। জেলার সদর ব্লকের একাংশ এবং ময়নাগুড়ি ব্লকে ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ঝড়ের ফলে ক্ষতি হয়েছে বহু পরিবারের। ধ্বসে গিয়েছে বাড়ি। উড়ে গিয়েছে ঘরের চাল। গাছ চাপা পড়ে তছনছ হয়ে গিয়েছে এলাকা। বিঘের পর বিঘে জমিতে ফসলের ক্ষতি হয়েছে। দিশেহারা মানুষ। এই পরিস্থিতিতে এবার অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াল জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন।

ঝড়ে বিধ্বস্ত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শণ করেন রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্যরা। ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ত্রাণ সামগ্রী।

বুড়িমারী স্থলবন্দর বন্ধ থাকবে দশ দিন

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৩।। বাংলাদেশের লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী স্থলবন্দর ১০ দিন বন্ধ থাকবে। সাপ্তাহিক ছুটি, শবে কদর, ঈদ ও বাংলা নববর্ষের কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে পাসপোর্টধারী যাত্রীদের চলাচল স্বাভাবিক থাকবে।

মঙ্গলবার দুপুরে বুড়িমারী কাস্টমস ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট (সিঅ্যান্ডএফ) অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছায়েদুজ্জামান সায়েদ এ তথ্য জানান। তিনি বলেন,বুড়িমারী স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী- শবে কদর, ঈদ-উল-ফিতর, বাংলা নববর্ষ ও সাপ্তাহিক ছুটিসহ আগামী ১০ দিন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে আগামী ১৫ এপ্রিল বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম আগের নিয়মে চালু হবে বলে জানান সিঅ্যান্ডএফের সভাপতি।

বুড়িমারী স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন পুলিশের এসআই আহসান কবির সরকার পলাশ বলেন, সাধারণত সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ও ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়ী কার্যক্রম বন্ধ রাখলে শুল্ক স্টেশন ও স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম এমনিতেই বন্ধ হয়ে যায়। তবে বন্ধের সময় বুড়িমারী স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন পথ দিয়ে পাসপোর্ট ও ভিসাধারী যাত্রীদের যাতায়াত কার্যক্রম স্বাভাবিক থাকবে।

বুড়িমারী স্থল শুল্ক স্টেশনের (কাস্টমস) সহকারী কমিশনার (এসি) নাজমুল হাসান বলেন, ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্তে স্থল শুল্ক স্টেশন ১০ দিন বন্ধ রাখার চিঠি পেয়েছি।

স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক) মেহেদী হাসান বলেন, শবে কদর, ঈদ ও বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বুড়িমারী স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীরা আমদানি-রপ্তানিসহ অন্যান্য কার্যক্রম বন্ধ রাখার জন্য চিঠি দিয়ে জানিয়েছে। ব্যবসায়ীরা আমদানি-রপ্তানি না করলে স্থলবন্দর মূলত অচল হয়ে পড়ে।

তাইওয়ানে ভূমিকম্পে মৃত্যু ৭ জনের, ২৫ বছরের শক্তিশালী কম্পনে ৭০০-র বেশি আহত

তাইপেই, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল তাইওয়ানের পূর্ব উপকূল। বিগত ২৫ বছরের মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী ভূমিকম্প বুধবার অনুভূত হয়েছে, দ্বীপরাষ্ট্রটির হুয়ালিয়েন দ্বীপে মূলত কম্পন অনুভূত হয়।

কিন্তু তা রাজধানী তাইপেই-সহ ফিলিপিন্স ও জাপান অবধিও ছড়িয়ে পড়ে। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ৭.২ মাত্রা নির্ণয় করা হয়েছে। এই ভূমিকম্পে হুয়ালিয়েন অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক বহুতল ও ঘরবাড়ি। এখনও অবধি ৭ জনের মৃত্যু ও ৭০০-এরও বেশি মানুষের আহত হওয়ার খবর মিলেছে। বহুতল ভেঙে পড়ার কারণে বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন।

৭.২ তীব্রতার ভূমিকম্পে ভেঙে পড়েছে অনেক ঘর-বাড়ি, ভূমিকম্পের উৎসস্থলের কাছেই ভেঙে পড়েছে দু''টি বহুতল। প্রবল কম্পনের ফলে এক দিকে হেলে পড়েছে একাধিক ইমারত। বুধবার তাইওয়ানের দমকল বিভাগ জানিয়েছে, ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের এবং ৭০০-এর বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.৪, পরে জানানো হয় রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭.২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা নাগাদ কেঁপে ওঠে তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেই এবং তার পার্শবর্তী এলাকা। তাইওয়ানে ভূমিকম্পের পরই জাপান ও ফিলিপিন্সে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়।

তাইপেই আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, তাইওয়ানে এই ভূমিকম্প ''২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী''। ৭.২ তীব্রতার ভূমিকম্পে পূর্ব তাইওয়ানের হুয়ালিয়েন কাউন্টির, হুয়ালিয়েন শহরের বেইবিন স্ট্রিটে অনেক ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়েছে। আতঙ্কে ও ভয়ে দিশাহারা মানুষজন।

পর্তুগালের নয়া প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন মোদীর, জানালেন একযোগে কাজ করতে আগ্রহী

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): লুইস মন্টিনিগ্রো গণতান্ত্রিক পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর, প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী বুধবার তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, ভারত ও পর্তুগালের মধ্যে দীর্ঘদিনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে, একযোগে কাজ করতে তিনি আগ্রহী।

উল্লেখ্য, পর্তুগালে আট বছর সমাজতান্ত্রিক শাসনের পর, মধ্য-ডান গণতান্ত্রিক জোটের (এডি) নেতা লুইস মন্টিনিগ্রোকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।

অর্জুনের বাড়ির চারপাশে নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ, অভিযোগ

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : তৃণমূল সরকার নাকি তার উপর নজরদারি চালাচ্ছে। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করলেন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। বুধবার অর্জুন দাবি করেন, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরেই নাকি তাঁর বাড়ির আশপাশে সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। এইভাবে নাকি তাঁর উপর নজরদারি করা হচ্ছে।

অর্জুনের দাবি, বাড়িতে কে আসছেন, কে যাচ্ছেন সব দেখা হচ্ছে। তাঁর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন অর্জুন। তাঁর আবেদন শোনার পর মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে হাইকোর্ট। আগামী মঙ্গলবার হবে এই মামলার শুনানি। শুধু যে সিসি ক্যামেরা দিয়ে তাঁদের পরিবারের সবার উপর নজরদারি করা হচ্ছে তা-ই নয়, তাঁদের কথাবার্তাও আড়ি পেতে শোনা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে বিজেপির টিকিটে জিতেই ব্যারাকপুরের সাংসদ হয়েছিলেন অর্জুন। কিন্তু ২০২১ সালে অর্জুন ফের তৃণমূলে ফেরেন। এরপর জল অনেকদূর গড়িয়েছে। গত ১০ মার্চ ব্রিগেডে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে তৃণমূল। কিন্তু তাঁর নাম প্রার্থী তালিকায় না থাকায় ফের বিজেপিতে ফেরেন অর্জুন। বিজেপির থেকে ব্যারাকপুরেই টিকিট পেয়েছেন অর্জুন।

গৌতম বুদ্ধ নগর আসনে মনোনয়ন জমা দিলেন মহেশ, সপা-কে কটাক্ষ ব্রজেশের

নয়ডা, ৩ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগর সংসদীয় আসন থেকে মনোনয়ন পত্র পেশ করলেন বিজেপি প্রার্থী মহেশ শর্মা। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক-সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ। সকলের উপস্থিতিতে বুধবার মনোনয়ন পত্র পেশ করেছেন মহেশ শর্মা।

উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক এদিন বলেছেন, 'সামাজিক কল্যাণ এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাজের দরুণ এই আসনে নির্বাচন মহেশ শর্মার পক্ষেই। মোদী ঝড়ে বিরোধীদের জোট ব্যর্থ।

আমরা রাজ্যের ৮০টি আসনেই জিতব। সমাজবাদী পার্টি প্রার্থী পাচ্ছে না এবং যারা দলে আছে তাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজি নয়।'

মনোনয়ন পত্র পেশ করার পর মহেশ শর্মা বলেছেন, 'আমি দলীয় নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, তাঁরা আমাকে পঞ্চমবারের মতো টিকিট দিয়েছেন, এটা আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষের স্নেহ ও ভালোবাসার পরিচয় প্রদান করে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে এবং সুশাসনে যে উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে এবং তাই আমি দলীয় নেতৃত্বকে বিশ্বাস করাতে চাই যে আমরা এই আসনটি আরও বড় ব্যবধানে জিতব।'

ওয়াটগঞ্জে মহিলার বাকি দেহাংশ খুঁজতে মরিয়া পুলিশ

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি. স.): ওয়াটগঞ্জে মহিলার দেহাংশ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেড়েই চলছে নানান রহস্য। তবে মহিলার শরীরের সমস্ত অংশ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণ মঙ্গলবার থেকে তদন্তের পর সেই মহিলার শরীরের টুকরো-টুকরো অংশ উদ্ধার করেছে ওয়াটগঞ্জ থানার পুলিশ। ওয়াটগঞ্জের এই ঘটনার পর সেই মহিলার দেহের অংশ পাওয়া গিয়েছিল প্লাস্টিকে বন্দি অবস্থায়। মৃতদেহ উদ্ধার করার পর দেখা যায় সেই প্লাস্টিকে মহিলার দেহের সমস্ত অংশ নেই। আর এরপর থেকে শুরু হয় বিশেষ তদন্ত।দেহ পাওয়ার পর মহিলার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে বুধবার সকালেও মহিলার পরিচয় নিয়ে তদন্ত বজায় রেখেছে পুলিশ। তবে যে স্থানে এই ঘটনাটি ঘটেছে সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা না থাকায় তদন্তের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পুলিশকে। তবে তদন্তকারীদের অনুমান এই মহিলা বিবাহিত। বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বৎসর।

দেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার হরিকৃষ্ণ পাই। হোমিসাইড শাখা এবং ডগ স্কোয়াডও ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করেছে। তবে এই তদন্তের ক্ষেত্রে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে তদন্তকারীদের। কেননা পোড়ো বাড়ির আশপাশের এলাকায় কোনও সিসি ক্যামেরা নেই। যেখানে সিসি ক্যামেরা রয়েছে, তার দৃশ্যমানতাও খুব কম। তাই সেভাবে বোঝাই যাচ্ছে না। দেহের বাকি অংশ কোথায়, তারও কোনও খোঁজ মিলছে না। কারণ এখনও পর্যন্ত শহরের আর কোথাও থেকে দেহাংশ উদ্ধারের খবর মেলেনি।

নির্বাচনী আবহে মিডিয়া কভারেজের একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি. স.): নির্বাচনের আগে মিডিয়া কভারেজের জন্য নির্দেশিকা প্রকাশ করল ভারতের নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন বলেছে, ভোটগ্রহণের ৪৮-ঘণ্টা আগে থেকে যেকোনও নির্বাচনী এলাকায় টেলিভিশন, সিনেমাটোগ্রাফি বা অনুরূপ উপায়ে কোনও নির্বাচনী বিষয় প্রদর্শন নিষিদ্ধ। কমিশন জোর দিয়েছে যে এই সময়ের মধ্যে, মিডিয়া চ্যানেলগুলিকে অবশ্যই প্যানেল আলোচনা, বিতর্ক এবং সংবাদ অনুষ্ঠান সহ এমন কোনও বিষয়বস্তু প্রচার বা সম্প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে হবে যা নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, ভোটগ্রহণের ৪৮-ঘণ্টা আগে ভোটগ্রহণ এলাকায় টেলিভিশন, কেবল নেটওয়ার্ক, রেডিও, বাল্ক এসএমএস/ভয়েস বার্তা এবং অডিওভিজ্যুয়াল রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে তাদের প্ল্যাটফর্মে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু সম্পর্কিত তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ এবং তথ্য প্রযুক্তি (ইন্টারমিডিয়ারি গাইডলাইন এবং ডিজিটাল মিডিয়া এথিক্স কোড) বিধিমালা, ২০২১ এর বিধানগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি, প্রিন্ট মিডিয়া আউটলেটগুলিকে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা এবং নির্বাচনের সময় সাংবাদিকদের আচরণের নিয়মগুলি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে নিউজ ব্রডকাস্টিং স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি কর্তৃক জারি করা 'নির্বাচন সম্প্রচারের নির্দেশিকা' অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

দাড়িভিটে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : ইসলামপুরের দাড়িভিটে গুলিতে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ। বহাল থাকল ক্ষতিপূরণের নির্দেশও। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশের উপর কোনও হস্তক্ষেপ করল না প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ মেনে অবিলম্বে এনআইয়ের হাতে সমস্ত নথি তুলে দিতে হবে রাজ্যকে। প্রসঙ্গত, গত ১৫ মার্চ বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে এই মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকার এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মামলাকারীদের অভিযোগ, আদালতের দেওয়া এনআইএ তদন্তের নির্দেশ ১০ মাসেও কার্য্যকর হয়নি। পরিবারগুলিও ক্ষতিপূরণ পায়নি। এরপরই বিচারপতি রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং এডিজি সিআইডির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করেন। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। তবে ডিভিশন বেঞ্চেও এবার ধাক্কা খেল রাজ্য। আগামী শুক্রবার সিঙ্গল বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল ইসলামপুরের দাড়িভিট হাইস্কুল। অবরোধ, লাঠিচার্জ, পাথর ছোড়া থেকে শুরু করে বোমা-গুলিও চলে বলে অভিযোগ ওঠে। সেই সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় দুই প্রাক্তন ছাত্রের। পুলিশের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ করেন স্থানীয়রা।

অহঙ্কারী জোটের প্রধান লক্ষ্য নিজ পরিবারের সদস্যদের প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী বানানো : অমিত শাহ

মুজফরনগর, ৩ এপ্রিল (হি.স.): বিরোধী আইএনডিআই জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। বুধবার অমিত শাহ বলেছেন, 'অহঙ্কারী জোটের প্রধান লক্ষ্য হল, নিজ পরিবারের সদস্যদের প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী বানানো। অন্যদিকে, মোদীজির লক্ষ্য দেশের কৃষক, দরিদ্র, শ্রমিক, দলিত এবং আদিবাসীদের শক্তিশালী করা এবং তাঁদের নিজেদের পায়ে দাঁড় করানো।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন উত্তর প্রদেশের মুজফরনগরে একটি জনসভা করেন। এই নির্বাচনী জনসভায় তিনি বলেছেন, 'এই নির্বাচন মোদীজিকে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী করতে চলেছে। মোদীজি দরিদ্র ও কৃষকদের উন্নতির জন্য অনেক কাজ করেছেন। মোদীজি আখের জন্য জাতীয় নীতি তৈরি করে গুড় এবং আখের এই ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন করেছেন।' অমিত শাহ বলেছেন, 'বিএসপি-র শাসনকালে ১৯টি চিনিকল বন্ধ ছিল, অখিলেশ শাসনকালে ১০টি চিনিকল বন্ধ ছিল। কিন্তু বিজেপির শাসনকালে ২০টিরও বেশি চিনিকল চালু হয়েছে এবং আমাদের সরকার ৫টি নতুন চিনিকল তৈরির কাজও করেছে।'

স্বাস্থ্য ভালো নেই ফারুকের, এবার লোকসভা ভোটে লড়বেন না শ্রীনগরের বিদায়ী সাংসদ

শ্রীনগর, ৩ এপ্রিল (হি.স.): স্বাস্থ্যজনিত সমস্যায় ভুগছেন শ্রীনগরের বিদায়ী সাংসদ তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রধান ফারুক আবদুল্লা। তাই তিনি এ বার লোকসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের তরফে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ফারুকের ছেলে ওমর আবদুল্লা বুধবার এ কথা জানিয়েছেন।

শ্রীনগরের উপকণ্ঠে রাওয়লপোরা এলাকায় ন্যাশনাল কনফারেন্সের কর্মীসভায় বুধবার ওমর বলেন, "আমাদের নেতা ফারুক আবদুল্লা স্বাস্থ্যের কারণে লোকসভা ভোটে লড়বেন না। তিনি এ বিষয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক আলি মহম্মদ সাগর-সহ অন্য নেতাদের অনুমতি নিয়েছেন।" প্রসঙ্গত, ১৯৮০ সাল থেকে ২০১৯ পর্যন্ত মোট চার বার শ্রীনগর থেকে সাংসদ হয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক। তাঁর ছেলে ওমর তিন বার।

এদিন ওমর আবদুল্লা আরও বলেছেন, 'যদি তিনি (পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতি) ৫টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা করেন, তাহলে এটি তাঁর নিজ পছন্দ। আমরা তাঁর ফর্মুলার ভিত্তিতে কাশ্মীরের ৩টি আসনে প্রার্থী দিয়েছি... যদি সে তাঁর নিজের প্রার্থী দেয়, তবে সম্ভবত তিনি বিধানসভা নির্বাচনের জন্যও কোনও ধরনের জোট চান না। আমরা দরজা খোলা রেখেছিলাম, এখন যদি সে দরজা বন্ধ করে থাকে, তবে আমাদের দোষ নয়।'

দাড়িভিটে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : ইসলামপুরের দাড়িভিটে গুলিতে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ। বহাল থাকল ক্ষতিপূরণের নির্দেশও। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশের উপর কোনও হস্তক্ষেপ করল না প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ মেনে অবিলম্বে এনআইয়ের হাতে সমস্ত নথি তুলে দিতে হবে রাজ্যকে। প্রসঙ্গত, গত ১৫ মার্চ বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে এই মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকার এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মামলাকারীদের অভিযোগ, আদালতের দেওয়া এনআইএ তদন্তের নির্দেশ ১০ মাসেও কার্য্যকর হয়নি। পরিবারগুলিও ক্ষতিপূরণ পায়নি। এর পরই বিচারপতি রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং এডিজি সিআইডির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করেন। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। তবে ডিভিশন বেঞ্চেও এবার ধাক্কা খেল রাজ্য। আগামী শুক্রবার সিঙ্গল বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে।প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল ইসলামপুরের দাড়িভিট হাইস্কুল। অবরোধ, লাঠিচার্জ, পাথর ছোড়া থেকে শুরু করে বোমা-গুলিও চলে বলে অভিযোগ ওঠে। সেই সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় দুই প্রাক্তন ছাত্রের। পুলিশের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ করেন স্থানীয়রা।

কমিশন

● প্রথম পাতার পর

দফতরের সহযোগিতা পাওয়ার ব্যাপারে পর্যালোচনা করেছে কমিশন। বিশেষ করে ছত্তিশগড় এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মতো রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক কর্মী ও প্রার্থীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকির আশঙ্কার ভিত্তিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মণিপুরে সাম্প্রতিক সহিংসতা ও অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছেউ কমিশন অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সহায়তা করার জন্য এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছে।
নিম্নলিখিত সাধারণ নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে:
আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত
১- আন্তর্জাতিক ও আন্তঃরাজ্য সীমান্তে সমন্বিত চেকপোস্ট সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে কঠোর নজরদারি করা।২- অপরাধী ও সমাজবিরোধীদের সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্যের আদান প্রদান।৩- ভুয়া ভোট রুখতে শেষ ৪৮ ঘন্টায় আন্তঃরাজ্য সীমান্ত সিল করা।৪- সীমান্তবর্তী জেলাগুলির মধ্যে নিয়মিত আন্তঃরাজ্য সমন্বয় বৈঠক করা।৫- আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে রাজ্য পুলিশের টহলদারি বাড়ানো।৬- সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে কৌশলগত স্থানে অতিরিক্ত নাকা চেকিং বসানো।৭- ভোটের দিন আন্তঃরাজ্য সীমান্ত সিল করা।৮- সীমান্তবর্তী রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির আবগারি কমিশনারদের পারমিটের সত্যতা যাচাই নিশ্চিত করা, বিশেষত সীমান্তবর্তী জোর মদের দোকানগুলি নিয়ে।৯- লাইসেন্সকৃত অস্ত্রের সময়োপযোগী সাক্ষ্য ও জামিন অযোগ্য পরোয়ানা কার্যকর করা।১০- পলাতক, নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধে জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।১১- হুমকির আশঙ্কার ভিত্তিতে রাজনৈতিক কর্মী/প্রার্থীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করা ব্যয় পর্যবেক্ষণ:
১- আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক সীমান্তে বেআইনি মদ, নগদ অর্থ, মাদকের প্রবাহ নির্মূল করা।২- সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে চেকপোস্টগুলিতে নজরদারি জোরদার করা।৩- পুলিশ, আবগারি, পরিবহণ, জিএসটি ও বন দফতরের যৌথ চেকিং ও অপারেশন চালানো।৪- হেলিপ্যাড, বিমানবন্দর, বাস স্টেশন ও রেল স্টেশনে কড়া নজরদারি।৫- মদ ও মাদকদ্রব্যের কিংপিনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা; দেশী মদের প্রবাহ সীমিত করা; পদ্ধতিগতভাবে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সামনে এবং পিছনে সংযোগ গড়ে তোলা।৬- মদ, নগদ অর্থ, মাদক এবং বিনামূল্যে পরিবহণের জন্য সংবেদনশীল রুটগুলির ম্যাপিং করা।কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে নির্দেশিকা ১- ভারত-মায়ানমার সীমান্তে কড়া নজরদারির দায়িত্ব অসম রাইফেলসকে, ভারত-নেপাল সীমান্ত, বিশেষত নেপালের সাথে যেখানে উন্মুক্ত সীমান্ত রয়েছে সেখানকার দায়িত্ব এসএসবিকে; ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এবং পশ্চিম সীমান্ত বিএসএফকে; ভারত-চীন সীমান্তে আইটিবিপিকে এবং উপকূলীয় রাজ্যগুলিতে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীকে কড়া নজরদারি রাখার নির্দেশ।২- অসম রাইফেলস রাজ্য পুলিশ, সিএপিএফ ইত্যাদির সঙ্গে নিয়মিত যৌথ নিরাপত্তা সমন্বয় বৈঠক করবে।৩- ভোটগ্রহণের বিশেষ করে ৭২ ঘন্টার আগে নেপাল ও বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্তে কোনও বেআইনি কার্যকলাপের জন্য কড়া নজর রাখবে এসএসবি।৪- নাগরিক প্রশাসনের সাথে সমন্বয় রক্ষা করে বিভিন্ন এলাকায় অন্তর্ভুক্ত সিএপিএফ জওয়ানদের এলাকার পরিচিতি নিশ্চিত করতে হবে।৫- রাজ্য পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে জয়েন্ট চেকপোস্ট বসানো হবে। মুখ্যসচিব, ডিজিপি, প্রধান সচিব (স্বরাষ্ট্র), জনসংযোগ সচিব (আবগারি), মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং সমস্ত রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার, সীমান্তরক্ষী বাহিনী, আসাম রাইফেলস, সশস্ত্র সীমা সুরক্ষা বল, ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ এবং উপকূলরক্ষী বাহিনীর পাশাপাশি সিআরপিএফ প্রধান, কেন্দ্রীয় সিএপিএফের নোডাল অফিসার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রতিনিধি এবং প্রতিরক্ষা ও রেল মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা সহ সীমান্ত সুরক্ষার সাথে জড়িত কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির প্রধানরা পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

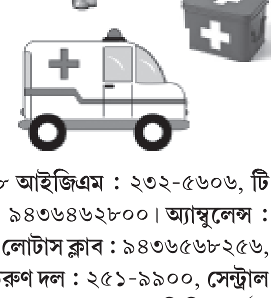

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বীরভূমে তৃণমূল প্রার্থীর বিজয় কামনায় তারাপীঠ মন্দিরে পুজো অভিষেকের

বীরভূম, ৩ এপ্রিল (হি.স) : তারাপীঠ মন্দিরে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শতাব্দী রায়ের জয় প্রার্থনা করলেন দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তিনি ওই লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীকে নিয়ে মন্দিরে যান। সেখানে পূজার্চনা করেন। এদিন তিনি শতাব্দীর জয় নিয়ে ১০০ শতাংশ আশা প্রকাশ করেন।পরে তিনি বীরভূমের কোর কমিটি বৈঠকে যোগ দেন। কোর কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিকাশ রায়চৌধুরি, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ সিনহা, সুদীপ্ত ঘোষ এবং অভিজিৎ সিংহ। আমন্ত্রিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখও। তাঁরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার দুই লোকসভা কেন্দ্রের ১৯২ কর্মীও।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের কোর কমিটির বৈঠকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, """"ভোটের ফলের উপর দলীয় পদের প্রোমোশন-ডিমোশন নির্ভর করছে। কোন ব্লক সভাপতির কী অবস্থা তা আমি প্রকাশ্যে বলে লজ্জা দিতে চাই না। দলের মধ্যে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রেয়াত করা হবে না। বীরভূমের আসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।'

বহরমপুরে বিজেপির বিজয় সংকল্প যাত্রায় শুভেন্দু

মুর্শিদাবাদ, ৩ এপ্রিল (হি.স) : মুর্শিদাবাদ জেলায় এবার বিশেষ নজর থাকবে রাজ্যবাসীর। একদিকে বহরমপুর কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন অধীর চৌধুরী। অন্যদিকে সিপিআইএম থেকে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করা হয়েছে রাজ্য সম্পাদক মোঃ সেলিমকে। তাই তৃণমূল বা বিজেপি কেউই সহজে এই আসন হাতছাড়া করতে চায় না। এদিকে বহরমপুর লোকসভায় তৃণমূল ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান কে প্রার্থী করে চমক দিয়েছে। আর সেকারণেই বিজেপিও পিছিয়ে থাকতে নারাজ। বুধবার বিকেলে বহরমপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী নির্মল কুমার সাহা, মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিধায়ক গৌরী শংকর ঘোষ এর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে নামলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।বিজেপির বিজয় সংকল্প যাত্রা মধ্যে দিয়ে মানুষের সমর্থন নিতে হাজির ছিলেন বহরমপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী নির্মল কুমার সাহা, মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিধায়ক গৌরী শংকর ঘোষ, বিজেপি জেলা সভাপতি শাখারভ সরকার সহ অন্যান্য বিজেপি নেতা কর্মীরা।

শেখ শাহজাহানের উদ্ধার হওয়া সম্পত্তি নিমিত্ত মাত্র অভিজিৎ

পূর্ব মেদিনীপুর, ৩ এপ্রিল (হি.স) : শেখ শাজাহানের যে সম্পত্তি উদ্ধার হয়েছে তা হিমশৈলের চূড় মাত্র,তমলুকে জনসংযোগে এসে বললেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। গতকালই তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নন্দকুমার এর বিধায়ককে হুশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন ,ইনি তিহাড় এ যাবেন। সেই বক্তব্যের পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেন সুকুমার দে। তিনি বলেন, """আমি কামনা করব ঈশ্বর পক্ষ থেকে ওনার শুভউদয় ঘটুক, ওনাকে সুমতি দিক। মানুষের গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করুক। আরও বেশ কিছু দিন রাজনীতি করুক বুঝতে পারবেন। রাজনীতিটা কি জিনিস।"""" এবার সেই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তমলুকের রাধাবল্লভ পুরে জনসংযোগে এসে ফের মুখ খুললেন প্রাক্তন বিচারপতি। তিনি বলেন, """যতক্ষণ শুনবো ওনার কথা ততোক্ষণ ওনাকে সাবধান করতে থাকবো,কারণ এই সন্ত্রাস এর প্রতিষেধক আমাদের জানা আছে,সুকুমার দের শুভেচ্ছার জবাবে পাল্টা শুভেচ্ছা জানান,আমি কোনো ঔদ্ধত দেখাচ্ছিনা,শেখ শাজাহানের যে সম্পত্তি উদ্ধার হয়েছে তা হিমশৈলের চূড় মাত্র।"

রাজ্যে পা রেখেই কাজে যোগ দিলেন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স): রাজ্যে পা দিয়েই নিজের দায়িত্ব বুঝে নিলেন কমিশন নিযুক্ত বিশেষ পর্যবেক্ষক অলোক সিনহা।বুধবার সকালে শহরে এসে পৌঁছন তিনি। আর কয়েকদিনের মধ্যেই রাজ্যে আসবেন পুলিশের বিশেষ পর্যবেক্ষক অনিল কুমার শর্মা। বাংলা—সহ আরও পাঁচ রাজ্যে বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই বিশেষ পর্যবেক্ষকরা নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং পুলিশের ভূমিকা সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন। আর তারপর রিপোর্ট পাঠাবেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দফতরে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করবে নির্বাচন কমিশনের কর্তারা।বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করার পরের দিনেই আজ ৯ টা বেজে ৪৫ মিনিট দমদম বিমানবন্দরে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক।সাধারণ মানুষ যাতে বুথমুখি হতে পারেন। এছাড়া অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ নির্বাচন পরিচালনা করার লক্ষ্যেই কমিশন বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে। অতীতের ভোটের থেকে শিক্ষা নিয়ে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত।

সাংবাদিক কণাদ মোদকের প্রয়ানে শোক

● প্রথম পাতার পর

তরুণ সাংবাদিক কনাদ মোদকের প্রয়াণে আমি গভীর শোকাহত। এদিন তিনি পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তাছাড়া, ঈশ্বরের নিকট বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করেছেননতাঁর প্রয়াণে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন শোক প্রকাশ করেছেন।দীর্ঘদিন ধরেই তিনি লিভার জনিত দূরারোগ্য রোগে ভুগছিলেন। ধলেশ্বরসিত নিজ বাড়িতেই তিনি আজ সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪০। রাজ্যের পাশাপাশি বহিঃরাজ্যেও বেশ কয়েকবার তাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেছেন পরিবারের লোকজন। সর্বশেষ জিবি হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি ছিলেন বেশকিছু দিন। তারপর থেকে নিজ বাড়িতেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। অবশেষে সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে বুধবার সকালে তিনি না ফেরার দেশে পাড়ি দেন।তার মৃত্যুতে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন গভীরভাবে মর্মাহত। প্রয়াতের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রয়াতের পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর মর্মবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।এদিন তাঁর মরদেহ আগরতলা প্রেস ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।তাঁর প্রায়ণে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা, কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ও রাজ্য বিধানসভার উপধাক্ষ্য রামপ্রাসাদ পাল।তাছাড়া, বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ, পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ও প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য শোক প্রকাশ করেছে।

শোতে জনঢল

● প্রথম পাতার পর

কুমার দেব এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়িকা মিনারানী সরকার সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই রোড শো থেকে দলীয় কর্মী সমর্থকদের তিনি আগামী লোকসভা আসনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে ভোটদান করে তাঁকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করার আহ্বান করেছেন।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

একাই থাকতেন। সাথে সাথে পুলিশ ঘটনাস্থালে ছুটে গিয়ে দেখতে পেয়েছেন ঘরে বাইরের থেকে তালা ঝুলানো ছিল। তালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে দেখেন মাটিতে অর্ধনগ্ন অবস্থায় মীরা দেবের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতলে পাঠিয়েছে। কিন্তু কিভাবে মৃত্যু হয়েছে এখনো জানা যায় নি। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। এদিকে এলাকাবাসীর ধারণা, মীরা দেবকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। কারণ, ঘর থেকে নগ্ন অবস্থায় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

সেবক-রংপো রেল প্রকল্পের টানেল নম্বর টি-০৭-এর সাফল্য অর্জন

গুয়াহাটি, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : গত ৩০ মার্চ এক বৃহৎ মাইলস্টোন হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং জেলায় অবস্থিত সেবক-রংপো রেল প্রজেক্ট (এসআরআরপি)-এর টানেল নম্বর টি-৭ ---এর এক সাফল্য অর্জন করা হয়েছে। এই টানেলের সাফল্যের ফলে এই প্রকল্পের ১০টি টানেলের খননকার্য সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
আজ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়ে বলেন, ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মধ্যে প্রথম আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে স্টেশন অর্থাৎ তিস্তা বাজার স্টেশন এই টানেলে রয়েছে, যা দেশের রেলওয়ে পরিকাঠামোর উন্নতির এক অগ্রণী পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
তিনি বলেন, মূল টানেলটি ৩,০৮২ মিটার প্রশস্ত। এর সাথে একটি প্রবেশযোগ্য টানেলও রয়েছে। ৬৫০ মিটার প্রশস্তের এই গুহাটির ডিজাইনের অংশ হিসেবে একটি সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্ম আছে। এই বিস্তৃত গুহায় ছয়টি ক্রস প্যাসেজের নেটওয়ার্ক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মোট অ্যাডিট দৈর্ঘ্য ৮০০ মিটার, এটি প্রকল্পটির ব্যাপক পরিসরকেই প্রদর্শন করে। যাত্রীদের সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে এর বিন্যাসে নিখুঁত বায়ু চলাচল সংযুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে ভূগর্ভস্থ একটি স্থানের মধ্যে এক অনকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং জেলার তিস্তার কাছে অবস্থিত টানেলটি দুর্বল ও প্রত্যাহ্বানমূলক ভূতাত্ত্বিক অবস্থা এবং তরুণ হিমালয়ের ভূকম্পীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। এসআরআরপি-র অন্যান্য সমস্ত টানেলের মতো মাটির ভারের দুর্বলতা প্রতিরোধ করতে, সর্বশেষ ও সবচেয়ে আধুনিক ও পরিশীলিত টানেলিং টেকনোলজি তথা নিউ অস্ট্রিয়ান টানেলিং মেথড (এনএটিএম) ব্যবহার করা হয়েছে।
সেবক-রংপো নতুন রেল সংযোগী প্রকল্পটি প্রায় ৪৫ কিঃমিঃ লম্বা, যা সেবক (পশ্চিমবঙ্গ) ও রংপোকে (সিকিম) সংযুক্ত করবে এবং এতে ১৪টি টানেল, ১৭টি ব্রিজ ও পাঁচটি স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘতম টানেলটি (টি-১০) ৫.৩ কিমি এবং দীর্ঘতম ব্রিজটি (ব্রিজ নং. ১৭) ৪২৫ মিটার লম্বা। সমগ্র প্রকল্পটি প্রায় ৩৮.৬৪ কিঃমিঃ বিন্যাস টানেলের মাধ্যমে অতিক্রম হয়েছে এবং টানেল নির্মাণের ৯২.৩১ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে।
বর্তমানে টানেলটি ১৪, টি-০৯ এবং টি-০২—এ ফাইনাল লাইনিং সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং টানেলটি-০৩, টি-০৫, টি-০৬, টি-০৭, টি-০৮, টি-১০, টি-১১ ও টি-১২-এর কাজ অগ্রগতি লাভ করেছে। আজ পর্যন্ত মোট ১১.৯৬ কিমি লাইনিং সম্পূর্ণ হয়েছে। সবগুলি বিভাগের কাজ দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা চালানো হচ্ছে। এটি ভারতের অন্যতম একটি মর্যাদা পূর্ণ নির্মীয়মাণ জাতীয় প্রকল্প এবং প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে প্রথমবারের জন্য সিকিম রেলওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে যাবে। এই রেল নেটওয়ার্কটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর সিকিমের সাথে একটি বিকল্পমূলক সংযোগ প্রদান করবে। প্রকল্পটি দ্রুত সম্পূর্ণ করতে বর্তমানে টানেল, ব্রিজ ও স্টেশন ইয়ার্ড নির্মাণ সম্পর্কিত সমস্ত কার্যকলাপ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চালানো হচ্ছে, জানান উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

সন্দেশখালীতে তৃণমূল নয় বিজেপি নয় তেভাগার মাটি চাইছে বামপন্থীরা

উত্তর ২৪ পরগনা, ৩ এপ্রিল (হি.স) : সন্দেশখালী কান্ডে মহিলাদের প্রতিবাদ আন্দোলন দেখেছে রাজ্য সহ গোটা দেশের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রকেও টনক নাড়িয়ে দিয়েছে।তেভাগার স্মৃতি উসকে দিয়েছিল জমিদার ও জোয়ারদারদের বিরুদ্ধে,লড়াইয়ে স্বতঃস্ফূর্ত কৃষকদের আন্দোলন। আছে এই কৃষক নেতারাই চাইছে তেভাগার মাটিতে বেঁচে থাকুক বামপন্থীরা।
১৩৫৩ বঙ্গাব্দে তেভাগা আন্দোলন হলদি নদীর জল রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। চামু, বিশাল, রতিরাম, রবি রাম ,বাসন্তী সরদার দের শহীদ বেদিতে এখনো নাম জ্বলজ্বল করছে। বেড়মজুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছারিবাড়িতে তেভাগা আন্দোলনের শহীদদের বেদী এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।ওই বেদীর কাছে গেলে এখনো মানুষের গা ছমছম করে যেহেতু এই আন্দোলন নাড়িয়ে দিয়েছিল গোটা দেশ। তেভাগা আন্দোলনের শহীদ পরিবারের সদস্য কৃষক নেতা, বিনয় সরকার ও গৌরী পাত্র তারা বলছেন সন্দেশখালী এই আন্দোলনের পিছনে ছিল বামপন্থীদের হাত।জমিদার ও জোয়ারদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবাদাতে কৃষকদের পাট্টা দিয়েছিল।কারণ এই আন্দোলনে লড়াই ছিল প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে। বিজেপি তৃণমূল সহ শাসক শ্রেণীর দল গুলো ইলেক্টোরাল বন্ড নিয়ে যেভাবে জড়িয়ে পড়ছে,তাতে করে সাধারণ খেটে খাওয়া গরীব মানুষের টাকা আত্মসাৎ করছে। তাই বিজেপি ও তৃণমূলকে চাইছে না তেভাগার মাটি। তারা চাইছে বামপন্থীরা আবার ফিরে আসুক""""" শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক বাংলায়। এবার লড়াই হবে সন্দেশখালী তে তৃণমূলের সঙ্গে সিপিএমের, এমনটাই বলছে সিপিএমের প্রাক্তন সন্দেশখালীর কৃষক নেতা বিনয় সরকার। সন্দেশখালী গত দু মাস ধরে যে প্রতিবাদ আন্দোলন কর্মসূচি সংঘটিত হয়েছিল তা থেকে বোঝা যাচ্ছে বামপন্থীরাই সন্দেশখালীতে শেষ কথা বলবে। তাহলে কি বামপন্থীদের পিছন থেকে বিজেপির সঙ্গে পরোক্ষ মদত ছিল? সেই কথা উসকে দিলেন সিপিএম নেতৃত্ব। বারবার সন্দেশখালী তে দেখা গেছে বিজেপির পাশাপাশি বেড়মজুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্দেশখালীর সিপিআইএমের প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দারদের মিছিল মিটিং।হারানো জমি ফিরে পেতে তাহলে কি আবার বামপন্থীরা কঠোর লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছেন? আরো একবার প্রশ্ন উঠে গেল সন্দেশখালী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

লোকসভা ভোটের আগে, কাঁকসা জঙ্গলমহলে বঞ্চনার ক্ষোভ বাড়ছে আদিবাসী গ্রামে

দুর্গাপুর, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : ফিরিস্তি শুনে ক্লান্ত। নলকূপ আছে জল পড়ে না। বন্ধ হয়ে গেছে বার্ধ্যক ভাতার পেনশন। ভাঙা ঘরেও ঠাঁই হয়নি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকায়। আট" বছর আগে বন্ধ হয়ে পড়েছে অনগ্রসর শ্রেণী কল্যান দফতরের অনুদান প্রাপ্ত ইংরাজী মাধ্যম স্কুল। গত ২০১৯ লোকসভায় রাজ্যের শাসকদল থেকে জঙ্গলমহলে মুখ ফিরিয়েছে আদিবাসী সমাজ। দরজায় কড়া নাড়ছে আবারও লোকসভা ভোট। তার আগে ক্ষোভ বাড়ছে জঙ্গলমহলের আদিবাসী গ্রামে।
কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্রপুর, মলানদীঘি, বনকাটি, কাঁকসা পঞ্চায়েতের জঙ্গলমহলের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। ভোট আসে ভোট যায়। আদিবাসী সমাজের শিক্ষা, পানীয়জল, সরকারি সুযোগ সুবিধা, রুজি রোজগার সহ নানান সমস্যার সমাধান সেই তিমিরে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুরে প্রসাশনিক সভায় কাঁকসার জঙ্গলমহলে এমএসএমই পার্ক ও শালপাতার ক্লাস্টার তৈরীর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারজন্য কয়েক দফায় বৈঠকও হয়। কাঁকসার বনকাটি এলাকায় জায়গায়ও দেখা হয়। মুলত কাঁকসার জঙ্গলমহল সেটের বাঁধ, ধোবারু, দোমড়া, গ্যাড়াদহ সহ একাধিক এলাকায় পাতা সেলাই কাজ হয়। বছর পাঁচেক আগে দুর্গাপুরের কাঁকসা ও দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের আদিবাসী মহিলাদের মেশিনে শালপাতা সেলাইয়ের প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। সেলাই মেশিন ও থালা তৈরীর মেশিনও দেওয়া হয় বেশ কিছু স্বনির্ভর গোষ্ঠী। দুষন সৃষ্টিকারী প্লাস্টিক ও থার্মকলের থালা-বাটির সঙ্গে সম্প্রতি কাগজের থালা, বাটির কদর বেড়েছে। আর তার জেরে অন্নপ্রশাসন, জন্মদিন, বিয়ে বাড়ির মত সামাজিক অনুষ্ঠান শালপাতার ব্যাবহার এক প্রকার বন্ধ। আর তার জেরে চাাহিদা কমেছে শালপাতার তৈরী থালা বাটির। চাহিদা কমে যাওয়া বিক্রি বন্ধ। কাঁকসার আদিবাসী গ্রামগুলিতে শিকেয় উঠেছে শালপাতা তৈরীর কাজ। ফলে একপ্রকার রুজিতে টান পড়েছে আদিবাসী এলাকায়। বছরখানেক আগে কাঁকসার আদিবাসী গ্রাম ঝিনুকগড়ে পুলিশের "মিট ইউর অফিসার" কর্মসূচী ছিল। তাতে উপস্থিত তৎকালীন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার নিলকান্ত সুধীরকুমার। সেখানেও আদিবাসী সমাজের চরম বঞ্চনার ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন গ্রামের মহিলারা। কিন্তু সমস্যা মেটেনি। আদিবাসী গ্রামে পানীয়জলের অবস্থা সেই তিমিরে।
প্রশ্ন, ক্ষোভ কেন? কাঁকসার শিল্পতালুক লাগোয়া ঝিনুকগড়ে ৭০ টির মত আদিবাসী পরিবারের বসবাস। দিনমজুর পরিবার। বঞ্চনার ক্ষোভ উগরে গ্রামবাসীরা জানান,' গ্রাম ঘেষা নির্মিয়মান কারখানা। চাষ জমি শিল্পতালুকে চলে যাওয়ায় কাজ হারিয়েছে গ্রামবাসীরা। কারখানা তৈরী হলেও, গ্রামের শিক্ষিত, স্কিল শ্রমিকদের কাজ সেভাবে জোটে নি। তার ওপর মদ কারখানার পচা দুর্গন্ধে অতিষ্ট গোটা গ্রাম। গ্রামে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ থেকে পাকা রাস্তা তৈরী করেছে। আশ্চর্যের বিষয় বছর ঘুরতেই উঠে গেছে পিচের স্তর। বেরিয়ে পড়েছে কঙ্কালসার রাস্তা। জলজীবন প্রকল্পে ট্যাপকল বসলেও, উধাও হয়ে পড়েছে ট্যাপকল। কার্যত সেসব সমাধি হয়ে গেছে মাটিতে। বেসরকারী সংস্থা থেকে সাবমার্শিবাল বসিয়ে দিলেও তার বিদ্যুত বিল আমাদের পকেট থেকে গুনতে হয়।'
আদিবাসী সমাজে শিক্ষাব্যাবস্থা সেই তিমিরে। ২০০২ সালে আদিবাসী সমাজের শিক্ষা ব্যাবস্থায় উন্নয়ন সাঁওতালি ভাষা কে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়। রাজ্যে আদিবাসী অধিষ্যুত জঙ্গলমহলে ৬৪ টি সাঁওতালি ভাষার প্রাথমিক স্কুল করা হয়। যদিও সেটা ছিল পাইলট প্রজেক্ট। ৫০ শতাংশের ওপর আদিবাসী পরিবার বসবাসকারী এলাকা ভিত্তিক একটি করে প্রাথমিক স্কুল। যার মধ্যে অবিভক্ত বর্ধমান জেলায় ২৪ টি স্কুল। কাঁকসা জঙ্গলমহলেই ১২ টি স্কুল করা হয়। এছাড়াও বীরভুমে ৭ টি স্কুল। বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া জেলাতেও করা হয় আদিবাসী স্কুল। সেই মতো স্কুল বিল্ডিং তৈরী হয়। অলচিকি লিপিতে বইও আসে। কিছু স্কুলে পঠনোঠন শুরু হয়। পরবর্তীকালে রাজ্যে সরকারের পট পরিবর্তন হয়। পরিবর্তনের আগে বিভিন্ন জনসভায় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রীর মুখে প্রায়ই সাঁওতালি ভাষায় শিক্ষা ব্যাবস্থার প্রসারের প্রতিশ্রুতি শোনা যেত। যার ফলস্বরুপ সাঁওতালি ভাষায় ২০১৮ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পঠনপাঠন শুরু হয়। রাজ্যের বিভিন্ন একলব্য স্কুল ও রঘুনাথ মুর্মু স্কুলে পঠনপাঠন শুরু হয়। অন্যদিকে শিক্ষককের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে আদিবাসী প্রাথমিক স্কুলগুলিতে সাঁওতালি ভাষার পঠনপাঠন। ফলে ভাষার গেরোয় বিপাকে পড়ে আদিবাসী সমাজের ছেলে মেয়েরা। বাড়ীতে সাঁওতালি ভাষায় কালচার থাকলেও প্রাথমিকে সেই ভাষার কোন শিক্ষা না থাকায় স্কুল থেকে মুখ ফেরাতে শুরু করে। ফলে বাড়তে থাকে আদিবাসী সমাজে স্কুলছুটের সংখ্যা। কাঁকসা ব্লকে কাঁঠালডাঙা, ফরেস্টডাঙা, আঁধাশুলি, নোনাগাড়া, ঘটকডাঙা, খেড়োবাড়ী, বাগানপাড়া, রাজাডাঙা, ঝিনুকগড়ে, কুলডিহা এলাকায় রয়েছে আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়। বনকাটি পঞ্চায়েতের কাঁঠালডাঙা গ্রামের বাসিন্দা সন্ন্যাসী মুর্মু জানান,' সাঁওতালি ভাষায় পঠনপাঠন আমাদের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল। বাম জামানায় ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। স্কুলও খোলা হয়। আসে অলচিকি লিপির বই। গোড়ার দিকে পঠনপাঠন শুরু হয়েছিল। সেই আসায় সাঁওতালি ভাষায় পঠনপাঠনের জন্য আদিবাসী ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়ার হিড়িক পড়েছিল। ওইসময় প্রাথমিক স্কুলে দৈনিক গড়ে ১০০ ওপর পড়ুয়া হাজিরা থাকত। এখন শিক্ষককের অভাবে ওইসব স্কুলে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের স্কুলছুট বাড়ছে। এখন হয়তো গড়ে দৈনিক ২০-২৫ জন আসে।' তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেন,' আমাদের সমাজে বেশীরভাগই সব দিনমজুর। টাকা খরচ বেসরকারী স্কুলে পড়ানো সম্ভব নয়। তাই সরকারের নজর দেওয়া দরকার।' এতো গেল আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা।

কৃতির প্রচার তুঙ্গে

● প্রথম পাতার পর

চেয়ারম্যান মোবশর আলী,বিজেপি দলের অন্যতম নেতা সুবল ভৌমিক, কৈলাসহর বিজেপি মন্ডলের মন্ডল সভাপতি সিদ্ধার্থ দত্ত, কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপারসন চপলা রানী দেবরায়, ঊনকোটি জেলার বিজেপির সভাপতি পবিত্র দেবনাথ, কৈলাসহর পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপারসন নিতিশ দে, থেকে শুরু করে বিজেপি দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা এদিনের এই সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।সাংগঠনিক বৈঠক শেষে চন্ডিপুর বিধানসভার অন্তর্গত ডলুগাঁও স্কুল মাঠে নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করেছেন নেতৃত্বরা।এদিনের জন সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি দলের প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মন বলেন, আপনারা আমাকে সংসদে পাঠান, আমি আপনাদের কথা সংসদে পাঠাবো। তিনি বলেন আমার পরিবারের প্রত্যেকেই আপনারা চেনেন। আমি ত্রিপুরার মেয়ে। এদিন সভায় উপস্থিত সবার কাছে তিনি বিজেপির পক্ষে ভোট দেবার আহ্বান করেছেন।সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী শুক্লা চরন নোয়াতিয়া বলেন যে, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি দলের প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মনকে রেকর্ড সংখ্যক ভোটে জয়ী করে চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপর প্রবাহিত মনু নদীর জলে বিরোধী দলের নেতৃত্বকে ভাসিয়ে দিন।জন সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী টিংকু রায় কংগ্রেস এবং সি.পি.আই.এম এই দুই দলকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে দীর্ঘ প্রায় ৩৫বছর সি.পি.আই.এম দল রাজত্ব করার সময় রাজ্যে কয়েক শত শত কংগ্রেস দলের কর্মীদের খুন করা হয়েছে। কংগ্রেস দল করার অপরাধে কংগ্রেস দলের কর্মীদের বাড়ি ঘর আগুনে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। আজ এসব কিছু ভুলে গিয়ে কংগ্রেস এবং সি.পি.আই.এম দলের নেতারা একসাথে মিলেমিশে একে অপরের লেজুড় ধরেছে।মন্ত্রী টিংকু রায় কংগ্রেস বিধায়ক বিরজিত সিনহাকে একহাত নেন। তিনি বলেন, বিরজিৎ বাবু যখন রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে বামেদের সরকারের সময়ে দীর্ঘদিন বিধায়ক থাকার সময় কৈলাসহরের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বিধানসভায় কথা বলেননি, তিনি নীরব ছিলেন। কৈলাসহরে নতুনভাবে মহকুমা শাসকের অফিস কিংবা দুইশো সিটের যুব আবাস কিংবা নতুন করে জেলাশাসকের অফিস নির্মানের জন্য কোনো চেস্টা করেননি। কিন্তু রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রীর আসনে ড: মানিক সাহা বসার পর কৈলাসহরে সবকিছুর কাজ শুরু হয়েছে।এদিনের জন সমাবেশে রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও দলের জরুরি এক কাজে রাজ্যের বাইরে চলে যাওয়ায় মূখ্যমন্ত্রী মানিক ডলুগাও বাজার মাঠে এই জন সমাবেশে উপস্থিত থাকতে পারেননি। এদিনের এই জনসভায় ৫২ পরিবারের ২০০ জন ভোটার বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপি দলে যোগদান করেছেন।

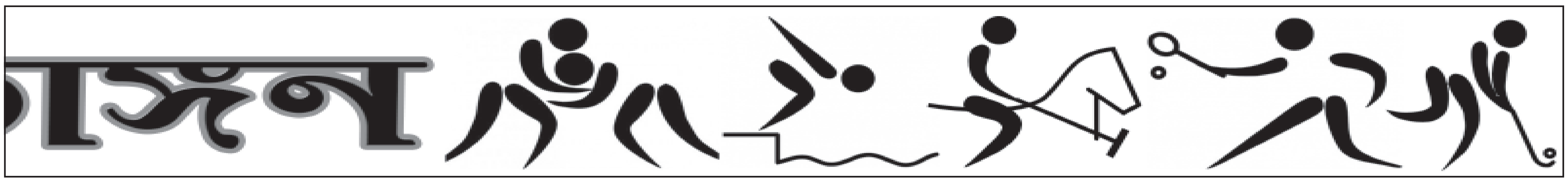

সমীরণ চক্রবর্তী টি-২০ : সংহতিকে হারিয়ে লীগ অভিযান শুরু ফ্রেন্ডসের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টি-২০ ক্লাব লীগের আসর মঙ্গলবার থেকেই শুরু হয়েছে। হোক না দ্বিতীয় দিন, প্রথম ম্যাচে জয়ের স্বাদটায় আলাদা। সংহতির বাঁধা টপকে জয় দিয়ে টি ২০ আসর শুরু করলো ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে বুধবার সংহতি ক্লাব মুখোমুখি হয় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের। ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ২৭ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো সংহতি ক্লাবকে। টস জিতে সংহতি শিবির প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট করার সুযোগটাকে মোটামুটি কাজে লাগায় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের ব্যাটসম্যানরা। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর স্কোর দাঁড়ায় ১৯৫ রানে। ব্যাটে ফ্রেন্ডসের পক্ষে তেজস্বী জয়সওয়াল এর দুর্দান্ত শত রান যথেষ্ট নজর কেড়েছে। তেজস্বী ৫৯ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও নয়টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ১০৩ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, ওপেনার বিশাল ঘোষের ৫৪ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে সংহতির পক্ষে কেউ একাধিক উইকেট দখল করতে পারেনি। জয়ের জন্য সংহতির সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৯৬ রানের। যাকে পাল্টা খেলতে নেমে ৯ উইকেটে হারিয়ে ১৬৮ রান সংগ্রহ করতেউ ওভার শেষ হয়ে যায়। দলের পক্ষে অধিনায়ক তথা ওপেনার শ্রীধাম পাল সর্বাধিক ৩৬ রান পায়। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের বোলার প্রিন্স রানা ২৯ রানে চারটি এবং ঋত্বিক শ্রীবাস্তব ও অধিনায়ক রজত দে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। দুর্দান্ত শতরানের সৌজন্যে তেজস্বী পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগে শতদলকে হারিয়ে টানা ২য় জয় কসমোপলিটনের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা জয় কসমোলিটন ক্লাবের। প্রথম দিনের প্রথম ম্যাচে মৌচাক ক্লাবকে ৬ উইকেটে হারিয়ে খেলোয়ারদের মনোবল এতটাই বাড়িয়ে নিয়েছে বুধবারে দ্বিতীয় ম্যাচে শতদল সংঘ কে ৭ উইকেটে পরাজিত করে টানা দ্বিতীয় জয়ের স্বাদ পেয়েছে।

খেলা ছিল টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট আসর। টি আইটি গ্রাউন্ডে বেলা একটায় ম্যাচ শুরুতে শতদল সংঘ টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১১৮ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে বিশেষ করে বিক্রম দেবনাথ এর প্রশস্ত ব্যাটিংয়ের দৌলতে ১৫.৪ ওভার খেলে ৩ উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিক্রম ৩৯ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে একাত্তর রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ে পৌঁছানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। বোলিংয়েও বিক্রম ১৬ রানে চারটি উইকেট দখল করে বেশ নজর কেড়েছে। তাছাড়া শংকর পাল তিনটি এবং দানভির সিং ২টি উইকেট পেয়েছে।

জয়ের ধারা অব্যাহত জয়নগরের টি-২০ আসরে হারালো হার্ভে-কে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা জয় জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবেরও। প্রথম দিনের প্রথম ম্যাচে স্ফুলিঙ্গকে ৪৫ রানে হারানোর পর বুধবারে দ্বিতীয় ম্যাচে হার্ভে ক্লাব কে ৭৭ রানে পরাজিত করে টানা দ্বিতীয় জয়ের স্বাদ পেয়েছে। খেলা ছিল টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট আসর। ম্যাচ শুরুতে হার্ভে টস জিতে প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। জেসিসি ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৮৪ রান সংগ্রহ করে। জবাবে হার্ভে ব্যাট করতে নেমে চার উইকেট হারিয়ে ১০৭ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ২০ ওভার শেষ হয়ে যায়। বিজয়ী জেসিসির কৌশল আচার্য ৪৮ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭১ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া হিমাংশু সিংহ পেয়েছে ৪৬ রান। হার্ভের আরমান হোসেন ৪৭ রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। জেসিসি-র ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ১৫ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে।

পাটনায় জাতীয় স্কুল অ্যাথলেটিক্সে অংশ নিতে রাজ্যদলের রওয়ানা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রেলপথে রাজ্য দল রওয়ানা হলো। বিহারের পাটনার উদ্দেশ্যে। ৬৭তম জাতীয় স্কুল ক্রীড়ার অনূর্ধ ১৭ অ্যাথলেটিক্স আসর এবার বসছে বিহারের পাটনায়। এতে অংশ নিতে ত্রিপুরা দল রওয়ানা হলো আজ। ১৪ জন খেলোয়াড় ও ৩ জন অফিসিয়াল সহ মোট ১৭ জনের টিম আগরতলা থেকে সকালের ট্রেনে বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। আগামী ৬-৯ এপ্রিল বিহারের পাটনায় হচ্ছে জাতীয় স্কুল ক্রীড়ার

অ্যাথলেটিক্সের এই আসর। পাটনায় রাজেন্দ্র নগরের পাটলিপুত্র স্পোর্টস কমপ্লেক্সে চারদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা হবে। রাজ্যদলে ছেলেদের বিভাগে ৭ জন এবং মেয়েদের বিভাগে ৭ জন অ্যাথলেট রয়েছে। জাতীয় আসরে রাজ্য দল ভালো রেজাল্ট করবে বলে রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

সমীরন চক্রবর্তীর স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে ব্লাডমাউথকে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে স্ফুলিঙ্গ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। প্রথম ম্যাচে ৪৫ রানে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের কাছে পরাজয়টা ভুলেই বুধবারে দ্বিতীয় ম্যাচে ব্লাড মাউথ কে ১২ রানে পরাজিত করে জয়ে ফিরেছে। খেলা ছিল টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে স্ফুলিঙ্গ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯৫ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে বৈভব পালের ২৩ রান এবং অধিনায়ক সাগর শর্মা ১৫ রান এবং বিজয় রায়ের ১৩ রান উল্লেখযোগ্য। অতিরিক্ত ১৮ রান কিছুটা সহযোগিতা করেছে। ব্লাডমাউথের রবি কার্তিকেয় ১৭ রানে একা পাঁচটি উইকেট তুলে নিলেও ব্যাটার্সরা তেমন সহযোগিতা করতে পারেনি।

সমীরন চক্রবর্তীর স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে ওপিসি-কে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে মৌচাক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে মৌচাক ক্লাব। প্রথম ম্যাচে ছয় উইকেটে কসম পলিটন ক্লাবের কাছে পরাজয়টা ভুলেই বুধবারে দ্বিতীয় ম্যাচে ওল্ড প্লে সেন্টার কে ৮৩ রানে পরাজিত করে জয়ে ফিরেছে। খেলা ছিল টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে বেলা একটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মৌচাক প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রাহুল সূত্রধর ৩৪ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি মেরে দুর্দান্ত ৬৭ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর চ্যালেঞ্জিং করার পাশাপাশি প্লেয়ার

অনুর্দ্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে সদরের দুই দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটের পর এবার অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের পালা। আগামী ৬ এপ্রিল থেকে টিসিএ-র এর উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট শুরু হবে। এই লক্ষ্যে সদর এ ও বি দল ঘোষণা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ক্রীড়া সূচিও ঘোষণা করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এ-গ্রুপের দলগুলি হলো সদর-বি, তেলিয়ামুড়া, আমবাসা, খোয়াই। বি-গ্রুপের দলগুলি হলো সদর-এ, বিশালগড় মোহনপুর, সোনামুড়া, জিরানিয়া। সি-গ্রুপের দলগুলি হল ধর্মনগর, কৈলাশহর, কমলপুর, লংতরাইভ্যালি, গন্ডাছড়া। ডি-গ্রুপের দলগুলি হলো উদয়পুর, বিলোনিয়া, শান্তিরবাজার, অমরপুর, সাব্রুম। এদিকে আসরে সদর এ-কে নেতৃত্ব দেবে মহম্মদ মহিন চৌধুরী। দলের বাকি সদস্যরা হলো রাজদীপ দেবনাথ, বিপ্রদীপ রুদ্র পাল, মৈনাক সাহা, রোহিত বর্মন, আয়ুষ থাপা, রাজদীপ সিং, রাজদীপ পাল, শ্রীজন দেব, কিষান সরকার, মায়াঙ্ক মাভি, আয়ুষ্মান সেন, অনিরুদ্ধ পাল, সুশোভন চক্রবর্তী, স্পন্দন বণিক।

কোচের দায়িত্বে অলক দেবরায়। নির্বাচিত ক্রিকেটাররা বুধবার দুপুরে এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করে নিজেদের মধ্যে বন্ডিং তৈরি করে নিয়েছে। অন্যদিকে সদর বি-দলের নেতৃত্ব দেবে অর্পণ ভট্টাচার্য। বাকি সদস্যরা হলো সন্দীপন দাস, সৌম্যজীৎ সরকার, শুভ দাস, আরমান আক্তার, ময়ূক চক্রবর্তী, এরিয়ান কুমার সিং, রকিব মিয়া, আদি দেবনাথ, জয়দীপ সরকার, প্রত্যয় দাস চৌধুরী, দিগ্বীজয় দেববর্মা, আকাশ দেবনাথ, তুহিন দেবনাথ, দীপজয় গুরু বিশ্বাস। কোচের দায়িত্বে বিশ্বজিৎ দে। নির্বাচিত খেলোয়াড়রা দুপুরেই এমবিবি স্টেডিয়ামে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিয়েছে।

সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেটে সহজ জয় এগিয়ে চলোর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ২০ ওভারের ম্যাচে পরাজয়ের দারুন জবাব দিয়েছে ৫০ ওভারের ম্যাচে। রাজ্যের সিনিয়র মহিলাদের নিয়ে আয়োজিত এক দিবসীয় আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আরও একটি ম্যাচে সহজ জয় পেল মেলারমাঠের এগিয়ে চলো সংঘ। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী বুধবার ছিল একটি ম্যাচ। বামুটিয়া তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত দিনের একমাত্র ম্যাচে মুখোমুখি হয় এগিয়ে চলো সংঘ ও ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি ক্রিকেট দল। বুধবারে টুর্নামেন্টের একমাত্র ম্যাচে ভগিনী নিবেদিতা দলকে দশ উইকেটে পরাজিত করে এগিয়ে চলো সংঘ।

সকালে ভগিনী নিবেদিতা দল টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে মাত্র ৯০ রান। দলের কোন ব্যাটসম্যান এর পক্ষেই ইনিংসে বড় স্কোর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এরপরেও সুপ্রিয়া দাসের ১৩ রান ও সেবিকা দাসের ১৬ রানের সাহায্যে ইনিংসে এই রান তুলতে সক্ষম হয় ভগিনী নিবেদিতা। এগিয়ে চলো সংঘের বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ তিনটি করে উইকেট নেয় মামন রবিদাস ও অস্মিতা রায়। এছাড়া, বল হাতে নিয়ে ইনিংসে দুটি উইকেট পেল তনুশ্রী সাহা। জবাবে জয়ের জন্য ৯১ রানে টার্গেট নিয়ে এগিয়ে চলোর হয়ে ব্যাট করতে নেমে ওপেনিং জুটির দুই ব্যাটসম্যান অপরাজিত থেকে ৯২ রান তুলে দলকে জয় এনে দেয়। ইনিংসে জয়ী দলের ওপেনিং দুই ব্যাটসম্যানের মধ্যে মৌচৈতি দেবনাথ ৫০ রানে ও তানিশা দাস ৩৬ রানে অপরাজিত থাকে।

টানা ২য় জয় ইউনাইটেড বিএসটি-র ঘরোয়া টি-২০ লিগে হারালো বিসিসিকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা জয় ইউনাইটেড বিএসটি-র। প্রথম দিনের প্রথম ম্যাচে পোলস্টারকে ৬ উইকেটে হারিয়ে খেলোয়ারদের মনোবল এতটাই বেড়েছে বুধবারে দ্বিতীয় ম্যাচে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব কে ৮ উইকেটে পরাজিত করে টানা দ্বিতীয় জয়ের স্বাদ পেয়েছে। খেলা ছিল টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট আসর।

টি আইটি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে ইউনাইটেড বি এস টি টস জিতে প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। বিসিসি ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে নির্ধারিত ২০ ওভার শেষ হওয়ার এক বল বাকি থাকতে ৮৯ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে ইউনাইটেড বি এস টি নয় বল বাকি থাকতে দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। দলের পক্ষে সায়ন্তন দেববর্মা যাট বলে ৫৮ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। মনোজিৎ দাসের ২৬ রানও উল্লেখযোগ্য। বিসিসির পরমজিত ঘোষ সর্বাধিক ৪৬ রান পেয়েছিল। বোলিংয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের রামপ্রসাদ সিং দশ রানে তিনটি এবং রাজিত জি ও মনোজিৎ দাস দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জম্পুই হিল পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ এপ্রিল: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু আজ রাজ্যের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র জম্পুই হিল পরিদর্শন করেন। তিনি ভাঙমুনে ইডেন টুরিস্ট লজে পৌঁছালে তাঁকে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন স্বাগত জানান। উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডিড নান্নু এর পর ত্রিপুরার সবচেয়ে উচু পর্বতশৃঙ্গ বেতলিংশিপ পরিদর্শন করেন। রাজ্যপাল ফুলডংশাইতে জুডাই টুরিস্ট লজ, ভাঙমুনে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রামও পরিদর্শন করেন এদিন। গ্রাম এবং রাস্তা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য রাজ্যপাল গ্রামবাসীদের অভিনন্দন জানান।

জম্পুই হিল সফরে রাজ্যপালের সচিব ইউ কে চাকমা, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার, কাঞ্চনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক এবং পদস্থ আধিকারিকগণ রাজ্যপালের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। আজ সকালে ট্রেনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডিড নাল্লু কুমারঘাট স্টেশনে পৌঁছালে ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ডি কে চাকমা, জেলার পুলিশ সুপার কান্তা জাঙ্গির রাজ্যপালকে স্বাগত জানান। কুমারঘাট ডাক বাংলোতে পৌছালে রাজ্যপালকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।

কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমই প্রতিটি নির্বাচনে রেকর্ড তৈরি হচ্ছেঃ মোদি

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : বিজেপি কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের কারণেই প্রতিটি নির্বাচনে নতুন রেকর্ড তৈরি হচ্ছে। দলীয় সহকর্মীদের উজ্জীবিত করে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, ঐক্য ও আবেগ নিয়ে কাজ করতে হবে আমাদের। প্রধানমন্ত্রী মোদী বুধবার নমো অ্যাপের মাধ্যমে উত্তর প্রদেশের বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বার্তালাপ করেছেন। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'চাচা-ভাতিজার পরিবারের সঙ্গে উত্তর প্রদেশের সংযোগ অনেক আগেই ভেঙে গিয়েছে। এই নির্বাচনে আমরা পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ছি। আমরা পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে গণতন্ত্র বাঁচাতে লড়াই করছি।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'নির্বাচনী প্রচারের সময় আপনারা শুধুমাত্র দলের প্রচারই করেন না, দলের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকেও মানুষের কাছে নিয়ে যান। আমি আপনাদের সকলকে বিজেপির ধারণার সঙ্গে আপনার বিনয় দিয়ে ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করার জন্য অনুরোধ করছি।' মোদীর কথায়, 'এখন খুব গরম, আমি কর্মীদেরও তাঁদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। এমন গরমে কাজ করার সময় জল পান করতে ভুলবেন না। আপনি আপনার স্বাস্থ্যের যত বেশি যত্ন নেবেন, কঠোর পরিশ্রম করা তত বেশি সুবিধাজনক হবে।'

বীরচন্দ্র মনু ও রাজাপুর এলাকায় ফ্লাগমার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ এপ্রিল।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কোনোপ্রকার অপ্রতিকর ঘটনা না ঘটে ও সকলে যেন সঠিকভাবে ভোট দিতে পারে তারই লক্ষ্যে রাজ্যে সর্বত্র চলছে ফ্লেগমার্চ। এই কর্মসূচীর মধ্যে বুধবার দক্ষিন জেলার পুলিশ সুপার অশোক সিনহার উপস্থিতিতে বি এস এফ ও সিআরপিএফ জওয়ানদের নিয়ে শান্তির বাজার মহকুমার বীরচন্দ্র মনু ও রাজাপুর এলাকায় অনুষ্ঠীত হয় ফ্লেগমার্চ। আজকের এই ফ্লেগমার্চে দক্ষিন জেলার পুলিশ সুপারের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সৌগত চাকমা, শান্তির বাজার থানার ওসি সঞ্জীত লস্কর, মনপাথর ফাঁড়ী থানার ওসি জয়ন্ত দাস সহ অন্যান্যরা।

ঝড় বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত রাবার বাগান পরিদর্শনে রাবার বোর্ডের আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। গত কয়েকদিন আগে প্রবল ঝড় তুফানের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাজ্যের বেশ কয়েকটি রাবার বাগান। বুধবার ক্ষতিগ্রস্ত রাবারগুলি পরিদর্শনে আসেন রাবার বোর্ডের ফিল্ড অফিসার।

আজ সকালে তিনি লেম্বু তলী, এনসি নগর, পশ্চিম গোকুলনগর, চাম্পামুরা সহ বেশ কয়েকটি এলাকার রাবার বাগান পরিদর্শন করেছেন।

এতদিন পরিদর্শন শেষে রাবার বোর্ডের ফিল্ড অফিসার জানিয়েছেন এদিন দুপুর পর্যন্ত মোট ১৫ টি রাবার বাগান ঝড় তুফানের জোরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিদর্শনের দেখা গেছে মোট ২৮ কানি রাবার বাগানের ২২০০ রাবার গাছ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি বলেন আরো বেশ কয়েকটি বাগান পরিদর্শন বাকি রয়েছে। পরিদর্শন শেষে তিনি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে যাবতীয় নথি তুলে দেবেন। পরবর্তীতে সেখান থেকে বেনিফিশিয়ারিদের সাহায্য প্রদান করা হবে।

ধর্মনগর বার এসোসিয়েশন ভিডিও কনফারেন্স শুনানির সুবিধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ এপ্রিল।। আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা সদর ধর্মনগর মহকুমা অন্তর্গত ধর্মনগর বার অ্যাসোসিয়েশনে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বপ্রথম ভিডিও কনফারেন্স শুনানির সুবিধা উদ্বোধন করা হয়েছে। ধর্মনগর বার অ্যাসোসিয়েশনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাইকোর্টের সঙ্গে ধর্মনগর কোর্ট থেকে এখন ফাইল করা যাবে বা ভার্চুয়াল মাধ্যমে ধর্মনগর বার অ্যাসোসিয়েশন থেকে সরাসরি উচ্চ আদালতে হিয়ারিং করা যাবে, আজ এই ভিডিও কনফারেন্স শুনানির সুবিধা উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন জাস্টিস অপরেশ কুমার, ধর্মনগর ডিসট্রিক্ট এবং সেশন জর্জ, ভার্চুয়াল এর মাধ্যমে উদ্বোধন করেন চিপস জাস্টিস হাইকোর্ট অফ ত্রিপুরা ও অন্যান্য জর্জ সহ উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর বার অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত আইনজীবীরা।

নির্বাচনী প্রচার পুস্তিকা- পোস্টার ছাপানোর বিষয়ে বিধি-নিষেধ জারি করল ভারতের নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল: জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১-এর ১২৭ক ধারায় ভারতের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রচার পুস্তিকা-পোস্টার ছাপানোর বিষয়ে বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে।এই বিধিনিষেধগুলির মধ্যে উল্লেখ্য রয়েছে:১) প্রচার পুস্তিকা বা পোস্টারের সামনের পাতায় মুদ্রণ সংস্থা ও প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা থাকতে হবে।

২) কোনও ব্যক্তি কোনও নির্বাচনী প্রচার পুস্তিকাদি ছাপাতে কিংবা ছাপানোর জন্য নির্দেশ দিতে পারবে না যদি না প্রকাশক মুদ্রণ সংস্থার কাছে তার স্বাক্ষরিত দুই কপি ঘোষণাপত্র জমা করে। তার পরিচিতির স্বপক্ষে দুই জন ব্যক্তির স্বাক্ষরও থাকতে হবে ঘোষণাপত্রে। ছাপানোর কিছুদিনের মধ্যে মুদ্রণ সংস্থাকে সেই ঘোষণাপত্র ও ছাপানো প্রচার পুস্তিকাটি পাঠাতে হবে কমিশনের কাছে। রাজ্যের রাজধানীর ক্ষেত্রে তা জমা দিতে হবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে। জেলার ক্ষেত্রে তা জমা পড়বে যে জেলায় মুদ্রিত হয়েছে সেই জেলার জেলাশাসকের কাছে।

৩) একমাত্র হাতে লেখা বাদ দিয়ে অন্য যেকোনওভাবে সেই প্রচার পুস্তিকার একাধিক প্রতিলিপি প্রকাশ করলেও তা মুদ্রক বা মুদ্রণ বলে বিবেচিত হবে। এখানে "নির্বাচনী পুস্তিকা / পোস্টার" বলতে যে কোনও দলিল যা নাকি নির্বাচনে ভোটারদের স্বপক্ষে টানার জন্য কোনও প্রার্থী বা দলের জন্য ছাপানো হয়েছে তাকে বোঝানো হয়েছে।৪) যে কোনও ব্যক্তি এই আইনের উপধারা (১) বা উপধারা (২)-এর কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করলেই তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ৬ মাস পর্যন্ত জেল কিংবা জরিমানা কিংবা উভয়ই হতে পারে।

৫) উপরোক্ত বিধিনিষেধ বলবৎ করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কিছু নির্দেশ জারি করেছে। যেমন (ক) সংসদীয় নির্বাচন কিংবা বিধানসভা নির্বাচন হোক নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই জেলাশাসকগণ সংশ্লিষ্ট জেলায় মুদ্রণ সংস্থাগুলিকে নির্বাচনী পুস্তিকা ছাপানো ও প্রকাশের বিষয়ে উপরোক্ত নিয়মগুলি সম্পর্কে লিখিতভাবে জানিয়ে দেবেন। (খ) রাজ্যের রাজধানীতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকও তাই করবেন। (গ) তাই কোনও নির্বাচনী প্রচার পুস্তিকাদি ছাপানোর আগে মুদ্রককে প্রকাশকের কাছ থেকে উল্লিখিত ঘোষণাপত্রটি নিয়ে নিতে হবে। (ঘ) প্রচার পুস্তিকাটি ছাপা হয়ে গেলে মুদ্রক মুদ্রিত দলিলের চার কপি সহ প্রকাশকের ঘোষণাপত্রটি তিনদিনের মধ্যে পাঠাতে হবে। তাছাড়া নির্বাচন কমিশনের নির্দিষ্ট ফরম্যাটে কত কপি ছাপানো হয়েছে এবং কত টাকা খরচ হয়েছে তাও জানাতে হবে। (ঙ) জেলার ক্ষেত্রে এরকম ঘোষণাপত্র ও যাবতীয় তথ্যাদি পাওয়ার পর জেলাশাসক খতিয়ে দেখবেন এতে নিয়মগুলি মানা হয়েছে কিনা এবং তার একটা কপি তার অফিসের একটা উপযুক্ত জায়গায় টাঙিয়ে দেবেন সর্বসাধারণের অবগতির জন্য।৬) তাই এই মর্মে কমিশন সমস্ত রাজনৈতিক দল, প্রার্থীদের নিয়ম লঙ্ঘনের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে। এমনকি দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকগণও দায়িত্ব পালনে অসফল হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে।

বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে যুব মোর্চার বাইক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। পশ্চিম ত্রিপুরার লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে আজ যুব মোর্চার উদ্যোগে এক বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের সুবিশাল বাইক র‍্যালি ৬ নং আগরতলা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছে।

যুব মোর্চার ৬ নং আগরতলা মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ যুব মোর্চা সভাপতি সুশান্ত দেব, প্রদেশ বিজেপি সহ-সভায় নেত্রী পাপিয়া দত্ত, আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটর লতা দেবনাথ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এদিন যুব মোর্চা সভাপতি সুশান্ত দেব বলেন, যুব মোর্চার পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত শক্তিশালী করতে বদ্ধপরিকর। মানুষের সমর্থন নিয়ে এই পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে জয়ী হবেন বিপ্লব কুমার দেব। বাইক মিছিলে যুব মোর্চার কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

গলায় ক্ষুর আত্মঘাতী ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ এপ্রিল।। বিশালগড়ে এক ব্যবসায়ী আত্মঘাতী হয়েছেন। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুর দিয়ে গলায় আঘাত করে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই ব্যবসায়ী।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বুধবার সকালে বিশালগড় জাঙ্গালিয়া নিজ বাড়িতে সেভ করার ক্ষুর দিয়ে নিজ গলায় আঘাত করেন বিশালগড় মধ্য বাজারের ব্যবসায়িক নান্টু চন্দ্র সাহা।

বিশালগড় বাজারে বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন স্কুলের পাশে উপহার নামে এক ষ্টেশনারী দোকানের মালিক তিনি। পরবর্তী সময়ে বাড়ির লোকেরা উক্ত ঘটনাটি দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি নান্টু চন্দ্র সাহাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে।

মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক নান্টু চন্দ্র সাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে আগরতলা হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করে তাকে। হাঁপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে নান্টু চন্দ্র সাহা। তার মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

উত্তর জেলায় আরিয়াভার্ট ইন্টার ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ এপ্রিল: সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও রাজ্যে উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে রাজ্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করার পথ প্রশস্থ হচ্ছে। রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে এমনই এক নতুন সংযোজন হল আরিয়া ভার্ট ইন্টারন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি। আগে উত্তর জেলার মানুষকে একটা ইউনিভার্সিটি বা পড়াশোনা সুবিধার জন্য হয় আগরতলা নতুবা আসামে যেতে হতো, কিন্তু বর্তমানে ঘরে বসেই বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ দিচ্ছে আরিয়াভার্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

বুধবার আরিয়া ভার্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে বর্তমান মিশন টিলাসিত কমপ্লেক্সে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে যাবতীয় বিষয় তুলে ধরেছেন দায়িত্বপ্রাপ্তরা। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটির পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফাউন্ডার চেয়ারম্যান রোমান কুমার রোশন, জুলজি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রুমা কৈরী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক চন্দন কুমার দেবনাথ এবং ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক জয় দেবনাথ।

এই ওপেন ইউনিভার্সিটি পক্ষ থেকে সাত কোটি টাকার স্কলারশিপ পরীক্ষা আগামী ২১ এপ্রিল সংগঠিত হতে চলেছে। এই স্কলারশিপ পরীক্ষা ঘরে বসে দেওয়া যাবে এবং এর ফলে বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে ৯০ু পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যাবে। তাছাড়া যারা তপশিলি জাতি উপজাতি রয়েছেন তারা কোন ধরনের সেমিস্টার ফি ছাড়া বিনা পয়সায় তাদের নির্ধারিত কোর্স সম্পূর্ণ করার সুযোগ পাচ্ছে বলে জানিয়েছেন ইউনিভারসিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকরা।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ এপ্রিল।। রাস্তার দাবীতে রাজ্যজুড়ে যে আন্দোলন চলছে তার মধ্যে একটা বৃহৎ আন্দোলন শুরু হয়েছে বুধবার থেকে ঢুপিরবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের লাল ছড়া স্কুল প্রাঙ্গণে। এই রাস্তার উপর প্রায় দুই হাজার পরিবার প্রতিদিন যাতায়াত করে।দীর্ঘদিনের রাস্তা সংস্কারের সমস্যা সমাধান করার আশ্বাস দিয়ে তা রাখেনি শাসক দলের নেতৃত্বরা অবশেষে আজ বাধ্য হয়ে পথ অবরোধে শামিল এলাকাবাসীরা। ঘটনার বিবরণ জানা গিয়েছে, যুবরাজনগর বিধানসভার লালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ড এলাকায় লালছড়া মোটরস্ট্যান্ড থেকে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের উপ্তাকালী পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা। স্থানীয় গ্রামের প্রধান রাস্তার এক ধারে মাটি ফেলে উচুঁবাঁধ তৈরি করেছে আর অপর দিকে স্থানীয় একটি বাড়ি রাস্তার জল নিষ্কাশনের ড্রেইন আটকে দিয়েছে। এর ফলে এই রাস্তায় জল জমে বিশাল জলাশয়ের রূপ নিয়েছে। কয়েকদিনের বৃষ্টিতে এই রাস্তার মধ্যে কোমর জল জমে আছে। এর ফলে স্থানীয় এলাকাবাসীদের পথ চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে আছে। তাই এই রাস্তার জল নিষ্কাশনের পাশাপাশি রাস্তা সংস্কারের দাবি নিয়ে বুধবার সকাল ১০ টা থেকে স্থানীয় এলাকাবাসীরা মিলে লালছড়া থেকে ধর্মনগর যাওয়ার মূল সড়কের উপর পথ অবরোধে শামিল হয়। এলাকাবাসীদের দাবি যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের দাবি পূরণ করা হচ্ছে ততক্ষণ অবরোধ চালিয়ে যাবেন। সকাল থেকে অবরোধ শুরু করে দুপুর গড়িয়ে বিকাল চলে আসলেও কোন দপ্তরের কর্মকর্তারা এবং প্রশাসনের নেতা-নেত্রীরা না আসায় রাস্তার উপরে বেড়া দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে এই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধে পর্যন্ত যেতে আগ্রহী এলাকাবাসীরা। এই অবরোধে শুধুমাত্র গ্রামবাসী নয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যারা রাস্তাকে ছোট নদী ভেবে পারাপার হচ্ছে তারাও শামিল হয়েছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

জোলাইবাড়িতে ৯ পরিবারের ২৯ ভোটার বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ এপ্রিল।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্রকরে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের ১৭ নং বুথে বুথ অফিস নির্মান করাহয়। বুধবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে নবনির্মিত বুথ অফিসের শুভ উদ্বোধন করলেন জোলাইবাড়ী বিজেপির যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চেঁধুরী। বুথ অফিসের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন শেষে এলাকার লোকজনদের নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা রাজ্য ও কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নে আসন্ন লোকসভানির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার বিশেষ আহব্বান জানান। অনুষ্ঠানে বক্তাদের বক্তব্য শেষে অনুষ্ঠীত হয় এক যোগদানসভা। এইযোগদানসভায় সি পি আই এম ত্যাগকরে ৯ পরিবারের ২৯ জন ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেন। দলত্যাগীদেরহাতে দলীয়পতাকা দিয়ে বরন করেনেন যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

মোদী আরও একবার প্রধানমন্ত্রী হলে বিশ্বগুরুর আসনে বসবে ভারত : হিমন্তবিশ্ব

শিলচর (অসম), ৩ এপ্রিল (হি.স.) : কম করেও পঁচিশ হাজার উৎসুক জনসমাগমের মধ্য দিয়ে, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন দাখিল করলেন শিলচর লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্য। জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে মনোনয়ন দাখিল করার পর পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠানে বিশাল জনসমাগমে নির্বাচনী ভাষণ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।দলীয় সমর্থক তথা উৎসুক জনতার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যে বাংলাভাষীদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে। পরিমল দাদাকে আজ রিত্বিক রিত্বিক লাগছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী রাজদ্বীপ রায় ৮০ হাজার ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছিলেন। এর আগেও বিজেপি প্রার্থী অনেক ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হওয়ার ইতিহাস আছে। এবার তিন লক্ষের বেশি ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হবেন বিজেপি প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্য, দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে দাবি করেছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অসম মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীল ক্যাবিনেট মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের দরুন, বিশেষ করে আবগারি ও পরিবহণ বিভাগে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে। গত পাঁচ মাসে কেবল সড়ক দুর্ঘটনার হার পঁচিশ শতাংশ কমেছে। পরিমল শুক্লবৈদ্যের নেতৃত্বে পরিবহণ, আবগারি, মৎস্য বিভাগ সহ বরাক উপত্যকার সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। রাজদীপ রায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তিনি বলেন, লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে নো-কনফিডেন্স মোশনের সময় শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় সংসদে সারগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করে সমগ্র রাজ্যের সুনাম উজ্জল করতে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাতে অসমের নাগরিক হিসেবে গর্ববোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। বলেন, সংসদে দাঁড়িয়ে অসমবাসীর সম্মান ঊর্ধগামী করার জন্য সমগ্র অসমের বিজেপি কার্যকর্তার পক্ষে রাজদীপ রায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব।

ডা. রাজদীপ রায়ের সহযোগিতা এবং পরিমল শুক্লবৈদ্যের অভিজ্ঞতায় রাজ্যের সার্বিক বিকাশ মসৃণ হয়ে উঠবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোরের কাজ সম্পন্ন করার কথা ঘোষণা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে হাফলং লামডিং হয়ে বরাকে আসবেন। লোকসভা নির্বাচনের অব্যহতি পরই জেলা গ্রন্থাগারের কাজ সম্পন্ন করা হবে। ডলুতে বিমানবন্দর হবে। মানুষের মনে খুশি বজায় রেখে সব রকমের উন্নয়নমূলক কাজ আগ বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে বিজেপির শাসনকালে। হিন্দিভাষী, চা বাগান শ্রমিক, মণিপুরি সম্প্রদায় সহ প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর সমউন্নয়ন নিয়ে কাজ করছে বর্তমান সরকার। আগামী ছয়মাসের মধ্যে বাঙালি জনগোষ্ঠীর এনআরসি, ডি ভোটার, ভাষিক সমস্যা সহ যাবতীয় সমস্যার সমাধান করার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বলোন, আগে দিল্লির কিছু কাজ বাকি ছিল। কিন্তু এখন দিল্লির যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। তাই তিনি ঘোষণা করেছেন, আগামী ছয়মাসের মধ্যে বাঙালি জনগোষ্ঠীর সবধরণের সমস্যার অবসান ঘটবে। নরেন্দ্র মোদী আরও পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী পদে থাকলে বিশ্বের মধ্যে ভারত শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র পরিণত হবে। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যের পাশাপাশি অসমেও মসৃণ গতিতে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। অসমে এইমস হাসপাতাল হয়েছে। আগরতলা পর্যন্ত রেল পরিষেবা হয়েছে। জেলায় জেলায় মেডিক্যাল কলেজ হচ্ছে। এক লক্ষ যুবক-যুবতী সরকারি চাকরি পেয়েছেন। এক পয়সা ঘুস লাগেনি। মোদীর গ্যারান্টির পাশাপাশি 'মামা'র গ্যারেন্টি রয়েছে। সবকিছু মিলে তিন লক্ষ ভোটের ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্য বিজয়ী হবেন।এখন অসমে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা নেই। রেশন কার্ডের ভিত্তিতে সরকারি সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী সকলের বিশ্বাস, সব কা সাথ সব কা বিশ্বাস। তাই আরও পাঁচ বছর মোদী থাকলে চিন আমেরিকাকে পেছনে ফেলে বিশ্ব দরবারে প্রথম স্থান দখল করবে ভারত।আজ দেশের সব রাজ্য অসমের অরুণোদয় প্রকল্প অনুসরণ করছে। ১৮ লক্ষ থেকে শুরু করে এখন ৩০ লক্ষ অরুণোদয় দেওয়া হচ্ছে। এখন যার বাড়িতে রেশন কার্ড আছে তার ঘরে অরুণোদয় দেওয়া হবে। সব কা সাথ সব কা বিকাশ ফর্মূলায় রেশন কার্ড থাকা ব্যক্তিকে পাঁচটা সুবিধার মধ্যে পাঁচ কেজি চাল, উজ্জ্বলা গ্যাস, আয়ুষ্মান ভারত কার্ড, অরুণোদয় এবং লাইফ অ্যাণ্ড হ্যাল ইনসুরেন্স বাৎসরিক কিস্তি সরকার দেবে। পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভর্তি মাশুল মকুব করেছে সরকার।

বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে ৩৫০ কেজি গাঁজা সহ আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গাঁজা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তাতে সাফল্য পাচ্ছে পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা। গাঁজা চাষ নিষিদ্ধ হওয়া সত্বেও সরকার ও প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে রাজ্যের একাংশের মানুষজন অধিক মুনাফার লোভে গাঁজা চাষ করে চলেছেন। উৎপাদিত গাঁজা বহি:রাজ্যে এবং বহির রাষ্ট্রে পাচার হচ্ছে।

এবারে গোপন খবরের ভিত্তিতে গাঁজা বিরোধী অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেল সিধাই থানার পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে এসডিপিও ডঃ কমল বিকাশ মজুমদারের নেতৃত্বে চলে এই অভিযান। অভিযানে ১১৭ কিলো অবৈধ গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

এই দিন গাঁজার পাশাপাশি এই অবৈধ গাঁজা মজুত রাখার অভিযোগে রণবীর দেববর্মা নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে সুরেন্দ্রনগরের তুইসাপুকুর এলাকায় চলে এই অভিযান। জানা গেছে দীর্ঘদিন যাবত গাঁজা চাষের সাথে জড়িত অভিযুক্ত এবং তার পরিবার। সুযোগ বুঝে উৎপাদন করা এই গাঁজা বিক্রির উদ্দেশ্যে মজুদ করে রেখেছিল বিকাশ মজুমদার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এনডিপিএস ধারায় মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এদিকে, মাটি খুঁড়ে প্রায় ২৪০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে মেলাঘর থানার পুলিশ। সাথে এক অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে মেলাঘর থানার রামপদ পাড়া এডিসি ভিলেজ এলাকায় চৈত্রমোহন দেববর্মার বাড়িতে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা মজুত রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে আধা সামরিক বাহিনী ও পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে মাটি খুঁড়ে প্রায় ২৪০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। সাথে বাড়ির মালিক চৈত্রমোহন দেববর্মাকে আটক করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।